উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

২য় সেমিস্টার

ভাষাতত্ত্ব

কোর পত্র - ২০১

পর্যায় - ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় ক

একক-১ ভাষা আলোচনার রীতি পদ্ধতি ও ভাষাতত্ত্বের শাখা-

একক-২ ভাষার শ্রেণীবিভাগ

একক-৩ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে ইন্দো-ইরানীয় ভাষাবংশের ক্রমবিকাশ

একক-৪ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

একক-৫ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার বিবরণ

একক-৬ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার লক্ষণ

একক-৭ পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রত্ন-নব্য ভারতীয়-আর্যের উপভাষা

পর্যায় খ

একক-৮ মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ও বাংলা ভাষার ইতিহাস

একক-৯ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা ভাষার পরিচয

একক-১০ বাংলা উপভাষার স্তরবিভাজন এবং বাংলা শব্দভাণ্ডার

একক-১১ ধ্বনিতত্ত্ব

একক-১২ শব্দার্থতত্ত্ব

একক-১৩ রূপতত্ত্ব

একক-১৪ বাক্যতত্ত্ব

কোর পত্র - ২০১ - ভাষাতত্ত্ব

একক-১

ভাষা আলোচনার রীতি পদ্ধতি ও ভাষাতত্ত্বের শাখা- ভাষার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য, ভাষাতত্ত্বের শাখা, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব, অভিধানবিজ্ঞান, লিপিবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞান

একক-২

ভাষার শ্রেণীবিভাগ- বিভিন্ন ভাষার শ্রেণীবিভাগ, বিবিধ ভাষাবংশ, বিবিধ ভাষাবংশের পরিচয়

একক-৩

ইন্দো - ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে ইন্দো-ইরানীয় ভাষাবংশের ক্রমবিকাশ - ভূমিকা, কেলটিক ভাষার পরিচয়, ইটালিক ভাষার পরিচয়, জার্মানিক ভাষার পরিচয়, গ্রীক ভাষার পরিচয়, বাল্‌তো-স্লাভিক ভাষার পরিচয়, আলবানিয়ো ভাষার পরিচয়, আর্মেনীয় ভাষার পরিচয়, তোখারীয় ভাষার পরিচয়, ইন্দো-ইরানীয় ভাষার পরিচয়

একক-৪

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা- ভারতীয় আর্যভাষা, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ভূমিকা, ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য, ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য, নিদর্শন,

একক-৫

বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার বিবরণ- বৈদিক ভাষার পরিচয়, সংস্কৃত ভাষার পরিচয়, অপাণিনীয় সংস্কৃতের পরিচয়, বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার তুলনা

একক-৬

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার লক্ষণ- মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য, মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তরবিভাগ, মধ্যভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন

একক-৭

পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রত্ন-নব্য ভারতীয়-আর্যের উপভাষা- পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ বা অপভ্রষ্ট, প্রত্ন-নব্য ভারতীয় আর্য, প্রত্ন-নব্য ভারতীয় আর্যের উপভাষা

একক-১ ভাষা আলোচনার রীতি-পদ্ধতি ও ভাষাতত্ত্বের শাখা

বিন্যাস ক্রম

১.১। ভাষার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

১.২। ভাষাতত্ত্বের শাখা

১.৩। ধ্বনিতত্ত্ব

১.৪। রূপতত্ত্ব

১.৫। বাক্যতত্ত্ব

১.৬। শব্দার্থতত্ত্ব

১.৭। অভিধানবিজ্ঞান

১.৮। লিপিবিজ্ঞান

১.৯। শৈলীবিজ্ঞান

১.১০। নির্বাচিত প্রশ্ন

১.১১। সহায়ক গ্রন্থ

১.১। ভাষার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী স্টার্টেভান্ট প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হল ঃ "A long uage is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a social group co-operative and inter-act."

এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে। প্রথম, ভাষা হল মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত কতকগুলি ধ্বনিগত প্রতীকের সমষ্টি।

মন্তব্য

সুতরাং বলা যেতে পারে, যে-কোনো রকমের ধ্বনিই ভাষা নয়, যে ধ্বনি মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত, শুধু তাই-ই ভাষার মূল উপাদান।

দ্বিতীয়ত, মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিমাত্রেই ভাষা নয়, শুধু সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা যা বিশেষ-বিশেষ বস্তু বা ভাবের প্রতীক। যদি ধ্বনি কোনো কোনা ভাবের বাহন বা প্রতীক না হয়, তাহলে তাকে ভাষা বলা যায় না।

ভাষার দুটি দিক আছে- একটি বহিরঙ্গ (Form), অন্যটি অন্তরঙ্গ (content)। প্রথমটি হল ধ্বনি বা Sound, আর দ্বিতীয়টি হল অর্থ বা meaning। সংক্ষেপে বলা যায়, ভাষার ধ্বনিগুলি হল অর্থের প্রতীক। ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসনের মতে, এ দুটি যথাক্রমে expression ও content।

স্টার্টেভান্টের মতে, ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, ভাষার মধ্যে ব্যবহৃত কোন্ ধ্বনিটি কোন্ ভাবের প্রতীক হবে সে সম্পর্কে কোনো কার্যকারণগত সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই, এটি মানুষের খেয়াল অনুসারে উপরে নির্ভর করে।

দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হলে ও বহুজন কর্তৃক গৃহীত হলে যে-কোনো নবনির্বাচিত শব্দই কোনো পুরাতন বস্তুর প্রতীক হয়ে উঠতে থাকে। এইভাবে ধ্বনিগঠিত প্রতীকগুলিকে অর্থাৎ শব্দগুলিকে মানুষ প্রথমে তার খেয়ালখুশিমতো নির্বাচন করে বলে এগুলিকে arbitrary বলা হয়ে থাকে।

পাশ্চাত্য মনীষীদের মতে, অর্থ ও ধ্বনির মধ্যে কোনো অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই, ফলে যেকোনো ভাব বা বস্তুকে প্রকাশ করার জন্যে আমরা যে-কোনো ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করতে পারি, সমাজে সেটা গৃহীত হলেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ধ্বনিসমস্টির বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থ ছাড়া একটি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, এটা সবসময় ঠিক কোনো ভাব বা বস্তুকে প্রকাশ করে না, এটা মানুষের অন্তর্লোকে একটা অনুভূতি জাগিয়ে দেয়।

ভারতীয় মনীষীরা মনে করেন, বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থের সঙ্গে ধ্বনিসমষ্টির অবিচ্ছেদ্য নেই; কিন্তু বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করার জন্যে বিশেষ-বিশেষ ধ্বনিসমষ্টি আমরা

যখন বেছে নিই তখন এই নির্বাচনের মূলে প্রথমে ধ্বনিসমষ্টির সেই অন্তর্নিহিত অনুভূতি-সঞ্চারী শক্তিটি কাজ করে। আসলে ধ্বনির যে নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য্য আছে তার সঙ্গে বিশেষ-বিশেষ ভাব ও পরিবেশ অনেকসময় অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকে।

ধ্বনির সঙ্গে কখনো কখনো শব্দের নিতান্ত বস্তুগত ও অভিধানিক অর্থেরও মূলীভূত যোগ থাকে। বিখ্যাত ভারতীয় বৈয়াকরণ পাণিনি বলেন প্রত্যেক শব্দের গঠন বিশ্লেষণ করলে তার মূলে একটি ধাতু পাব। সেই ধাতুটির একটি মূল অর্থ আছে। ধাতুর এই মূল অর্থের সঙ্গে ঐ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন শব্দের অর্থের যোগ আছে। ভাষাতত্ত্ববিদরা পাণিনির এই মতবাদকে root-theory নামে অভিহিত করেছেন।

ধ্বনির সঙ্গে অর্থের কোনো যোগ নেই বা ধ্বনি- নির্বাচন পুরোপুরি খেয়াল অনুসারে হয়। পাশ্চাত্য মনীষীদের এই মত সর্বদা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, সব ক্ষেত্রে ধ্বনি-নির্বাচনে আমরা ধ্বনির অন্তর্নিহিত শক্তির সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলি না, কখনো-কখনো ধ্বনি-নির্বাচন arbitrary বা খেয়ালখুশি অনুসারে হয়। যাঁরা বলেন ধ্বনির সঙ্গে অর্থের কোনো অপরিহার্য যোগ নেই, ওটা খেয়াল-খুশির (anomaly) ব্যাপার, তাঁদের বলে anomalist; আর যাঁরা বলেন ধ্বনির সঙ্গে অর্থের একটি সূক্ষ্ম সাদৃশ্য (analogy) আছে, অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে, তাঁদের বলে analogist। ক্ষেত্র বিশেষে এই দুই মতই কিন্তু সত্য।

ভাষার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগত প্রতীকগুলি প্রথমে খেয়ালখুশি মতো নির্বাচিত হোক অথবা কোনো অপরিহার্য বিধানেই নির্বাচিত হোক, সমাজে স্বীকৃতিলাভ করার পরে শব্দমধ্যে বা বাক্যমধ্যে এদের খেয়ালখুশি মতো সাজালে হয় না। এদের বিন্যাসটি বিদ্ধিবদ্ধ হওয়া চাই।

ভাষার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল, বিশেষ-বিশেষ ভাষা বিশেষ-বিশেষ সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। ভাষার এই সামাজিক উপযোগিতার কথা বলতে গিয়েই ভাষাবিজ্ঞানী বলেছেন by which the members of a social group co-operative and interact. বস্তুত সমাজ না থাকলে ভাষার কোনো প্রয়োজনই

মন্তব্য

হত না। এইজন্য সমাজ থেকে আজন্ম বিচ্ছিন্ন একক মানুষ কোনো ভাষা শিক্ষা বা সৃষ্টি করতে পারে না।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতেও ভাষার সামাজিক দিকটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে ঃ ''মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জন-সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।''

ভাষাচার্যের উপরি-উক্ত সংজ্ঞার আলোকেই বাংলা ভাষারও একটি সংজ্ঞা এই প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করা যেতে পারে ঃ-

পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ, বিহার ও আসামের কোনো-কোনো অংশে বসবাসকারী বাঙালি জনসমাজে মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যে-সমস্ত অর্থবহ বিধিবদ্ধ ধ্বনির সাহায্যে ভাব বিনিময় করা হয় তাদের সমষ্টিকে বাংলা ভাষা বলা হয়।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। ভাষার মূল উপাদান কী?

উত্তর ঃ ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি।

২। ভাষার দুটি দিক কী কী?

উত্তর ঃ ভাষার দুটি দিক ঃ- বহিরঙ্গ (Form) এবং অন্তরঙ্গ (Content)।

৩। ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসনের মতে Form ও Content কী?

উত্তর ঃ ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসনের মতে Form ও Content হল যথাক্রমে expression ও content।

৪। Arbitrary কাকে বলে?

উত্তর ঃ ধ্বনিগঠিত প্রতীকগুলিকে অর্থাৎ শব্দগুলিকে মানুষ প্রথমে তার খেয়ালখুশি মতো নির্বাচন করে বলে এগুলিকে arbitrary বলা হয়।

৫। Analogist কাদের বলে?

মন্তব্য

উত্তর ঃ যাঁরা বলেন ধ্বনির সঙ্গে অর্থের একটি সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আছে, তাঁদের বলে Analogist।

৬। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ভাষা' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর ঃ ''মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জন-সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ-সমষ্টিকে 'ভাষা' বলে।''

১.২। ভাষাতত্ত্বের শাখা

প্রথম যুগের ব্যাকরণ থেকে আজকের ভষাবিজ্ঞান পর্যন্ত সবই হল ভাষাশাস্ত্রের নানা প্রকারভেদ। ভাষাশাস্ত্রের প্রধান তিনটি প্রকারভেদ হল - ১) নির্দেশমূলক ব্যাকরণ (Normative Grammar); ২) বাঙ্‌মীমাংসা বা সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব (Philology) এবং ৩) বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics)।

দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অনুসারে ভাষাবিজ্ঞানের দুই শাখা গড়ে উঠেছে - ঐতিহাসিক বা কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান (Histroical or Diachronic Linguistics) এবং বর্ণনামূলক বা এককালিক ভাষাবিজ্ঞান (Descriptive or Synehronic Linguistics)।

ভাষার প্রধান তিনটি স্তর হল- ধ্বনি, রূপ এবং বাক্য। ভাষাশাস্ত্র বা ভাষাতত্ত্বের প্রধান শাখা হল ক) ধ্বনিতত্ত্ব; খ) রূপতত্ত্ব; গ) বাক্যতত্ত্ব; ঘ) শব্দার্থতত্ত্ব; ঙ) অভিধানবিজ্ঞান; চ) লিপিবিজ্ঞান এবং শৈলীবিজ্ঞান।

১.৩। ধ্বনিতত্ত্ব

ভাষাবিজ্ঞানের যে অংশে ধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকেই ধ্বনিতত্ত্ব বলে। সাধারণত ইংরেজিতে Sound বলতে আমরা যা বুঝি বাংলায় ধ্বনি বলতে তাই বোঝায়। ব্যাপক অর্থে পাখির কলধ্বনি, হাততালির শব্দ, বংশীধ্বনি থেকে শুরু করে মানুষের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত ধ্বনি পর্যন্ত সবকিছু Sound বা ধ্বনি। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানে

মন্তব্য

এই সবরকমের ধ্বনি বা Sound আলোচ্য নয়, মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিই শুধু আলোচ্য। মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যে ধ্বনি তাকে 'Phone' বলে, আর বাংলায় বলা যায় 'বাগ্‌ধ্বনি' বা 'স্বন'। আবার, মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যত বাগ্‌ধ্বনি বা স্বন আমরা শুনতে পাই তাদের সবগুলি সব ভাষায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে না। এক-এক ভাষায় এক-এক রকমের বাগ্‌ধ্বনি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রত্যেক ভাষার তাৎপর্যপূর্ণ ধ্বনিগুলি হল সেই ভাষার মূল স্বন। অন্যগুলি হল সেই সব মূল স্বনেরই উচ্চারণ-বৈচিত্র্য (variation)। ভাষায় যত বাগ্‌ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, তার কিছু মূল স্বনিম, অরা কিছু পূরকধ্বনি অর্থাৎ মূলধ্বনিরই বিবিধ উচ্চারণ-বৈচিত্র্য। ধ্বনিতত্ত্বে সবরকমের ধ্বনি বা Sound সম্বন্ধে আলোচনা হয় না, শুধু Phone ও Phoneme সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচ্য বিষয়ের প্রকারভেদ অনুসারে ধ্বনিতত্ত্বেরও নানা শাখা। যেমন ঃ- ধ্বনিবিজ্ঞান, স্বনিমবিজ্ঞান বা ধ্বনিবিচার ও স্বনিমপ্রক্রিয়াবিজ্ঞান।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। ভাষাশাস্ত্রের প্রধান তিনটি প্রকারভেদ কী কী?

উত্তর ঃ ভাষাশাস্ত্রের প্রধান তিনটি প্রকারভেদ হল ঃ- ১) নির্দেশমূলক ব্যাকরণ; ২) বাঙ্‌মীমাংসা বা সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব এবং ৩) বিশুদ্ধ ভাষাতত্ত্ব বা ভাষাবিজ্ঞান।

২। ভাষাশাস্ত্রের প্রধান শাখাগুলি কী কী?

উত্তর ঃ ভাষাশাস্ত্রের প্রধান শাখা হল - ১) ধ্বনিতত্ত্ব; ২) রূপতত্ত্ব; ৩) বাক্যতত্ত্ব; ৪) শব্দার্থতত্ত্ব; ৫) অভিধানবিজ্ঞান; ৬) লিপিবিজ্ঞান এবং ৭) শৈলীবিজ্ঞান।

৩। 'বাগধ্বনি' বা 'স্বন' কাকে বলে?

উত্তর ঃ মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যে ধ্বনি তাকে 'Phone' বলে, আর বাংলায় বলা যায় 'বাগ্‌ধ্বনি' বা 'স্বন'।

৪। ধ্বনিতত্ত্বের শাখাগুলি কী কী?

উত্তর ঃ ধ্বনিবিজ্ঞান, স্বনিমবিজ্ঞান বা ধ্বনিবিচার এবং স্বনিমপ্রক্রিয়াবিজ্ঞান।

১.৪। রূপতত্ত্ব

মন্তব্য

এক বা একাধিক স্বনিমের সম্মিলনে যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক ('Smallest meaningful unit') গঠিত হয় তাকে মূলরূপ বা রূপিম (Morpheme) বলে। কোনো ভাষার মূলরূপগুলি এবং তাদের পরিবেশগত বৈচিত্র্য নির্ণয় করাকে মূলরূপ-বিজ্ঞান বলে। মূলরূপ দিয়ে কী করে শব্দ গঠিত হয়, শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে কী কী শব্দবিভক্তি, ক্রিয়াবিভক্তি ও প্রত্যয় যোগ হয়, যোগ হওয়ার ফলে শব্দরূপ ও ক্রিয়াকাল কী রকম হয় ইত্যাদি বিষয় ভাষাবিজ্ঞানের যে বিভাগে আলোচিত হয় তাকেই রূপতত্ত্ব বা রূপক্রিয়াতত্ত্ব বলে। সাধারণ মূলরূপবিজ্ঞান (morphemics) এবং রূপপ্রক্রিয়াবিজ্ঞান (morphology) -এই দুটি একত্রে নিয়ে ব্যাপক অর্থে রূপতত্ত্ব কথাটি প্রচলিত হয়।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। মূলরূপ বা রূপিম কী?

উত্তর ঃ এক বা একাধিক সম্মিলনে যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক গঠিত হয়, তাকে মূলরূপ বা রূপিম বলে।

২। মূলরূপ-বিজ্ঞান কাকে বলে?

উত্তর ঃ কোনো ভাষার মূলরূপগুলি এবং তাদের পরিবেশগত বৈচিত্র্য নির্ণয় করাকে মূলরূপবিজ্ঞান বলা হয়।

৩। 'রূপতত্ত্ব' কথাটি কোন্ দুটি শব্দের একত্র অর্থ?

উত্তর ঃ 'রূপতত্ত্ব' কথাটি মূলরূপবিজ্ঞান এবং রূপপ্রক্রিয়া বিজ্ঞান শব্দ দুটির একত্র অর্থ।

১.৫। বাক্যতত্ত্ব

এক বা একাধিক মূলরূপ বা শব্দ একত্র মিলিত হয়ে মনের একটি গোটা ভাব প্রকাশ করলে বাক্য গঠিত হয়। কিন্তু বাক্যমধ্যে মূল রূপগুলি সাজাবার বিশেষ নিয়ম আছে,

মন্তব্য

একটি মূলরূপের সঙ্গে অন্য মূলরূপের সম্পর্কেরও নানা প্রকারভেদ আছে। এই নিয়ম, প্রকারভেদ ইত্যাদি নির্ণয় করা হল বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

অনেক ভাষাবিজ্ঞানী রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বকে ভাষাবিজ্ঞানের দুটি স্বতন্ত্র বিভাগ বলে গ্রহণ না করে, এই দুটি একই বিভাগের অন্তর্গঠন বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব হল ব্যাকরণের দুটি উপবিভাগ। ব্যাপক অর্থ ছাড়া বিশেষিত অর্থে ব্যাকরণ বলতে রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বকেই বোঝায়।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। বাক্য কীভাবে গঠিত হয়?

উত্তর ঃ এক বা একাধিক মূল রূপ বা শব্দ একত্র মিলিত হয়ে মনের একটি গোটা ভাব প্রকাশ করলে বাক্য গঠিত হয়।

২। বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কী?

উত্তর ঃ বাক্যের নিয়ম, প্রকারভেদ ইত্যাদি হল বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

৩। বিশেষিত অর্থে ব্যাকরণ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর ঃ বিশেষিত অর্থে ব্যাকরণ বলতে রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বকেই বোঝায়।

১.৬। শব্দার্থতত্ত্ব

ভাষার প্রকাশরূপের তিনটি দিক - ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য - নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের তিনটি প্রধান বিভাগ - ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব। ভাষার আর একটি যে গভীরতর দিক আছে, সেটা হল তার অর্থের দিক (content aspect)। একই শব্দের যেমন বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, তেমনি কালেও একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানীর অনুসৃত ধারা অনুসারে আমরা শব্দার্থতত্ত্বকে ভাষাবিজ্ঞানেরই একটি বিভাগ বলে গ্রহণ করতে পারি।

আলোচ্য বিষয় অনুসারে এই কটি প্রধান বিভাগ। উপরি উল্লিখিত এই সব আলোচ্য বিষয় - ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ - এগুলি সব কটিই আবার ঐতিহাসিক ও

বর্ণনামূলক উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচিত হতে পারে এবং সেই অনুসারে আলোচনার পদ্ধতি পৃথক-পৃথক হয়। মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। ভাষা প্রকাশরূপের তিনটি দিক কী কী?

উত্তর ঃ ভাষা প্রকাশরূপের তিনটি দিক হল - ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য।

২। ভাষাবিজ্ঞানের তিনটি প্রধান বিভাগ কী?

উত্তর ঃ ভাষাবিজ্ঞানের তিনটি প্রধান বিভাগ হল - ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব।

৩। ভাষার গভীরতর দিক কোন্‌টি?

উত্তর ঃ ভাষার গভীরতর দিক তার অর্থের দিক বা content aspect।

১.৭। অভিধানবিজ্ঞান

ভাষাবিজ্ঞানের একটি সমৃদ্ধ বিভাগ অভিধানবিজ্ঞান। যাস্কের 'নিরুক্তে'র মধ্যে সেই যে বৈদিক শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তির ও বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছিল, তখন থেকেই ভারতে অভিধানের সূত্রপাত। বৈদিক শব্দাবলীর তালিকা যে 'নিঘন্টু', তাতেও অভিধান রচনার প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই অভিধানবিজ্ঞানকে অনেকে প্রয়োগমূলক বা ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা বলে মনে করেন। অভিধানকে আমরা ভাষাবিজ্ঞানের একটি সংযোগমূলক বিভাগ বলতে পারি; এর কারণ অভিধান ভাষার প্রখাসগত দিক এবং বিষয়গত দিকের মধ্যে - অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে সংযোগ ব্যাখ্যা করে। আধুনিক কালে অভিধানে শব্দের সর্বজন স্বীকৃত উচ্চারণ, শব্দের আঞ্চলিক ও উপভাষাগত পার্থক্য, প্রসঙ্গ অনুসারে অর্থ-পার্থক্য, যুগ অনুসারে শব্দের অর্থ-পরিবর্তন এবং সাহিত্যিক ও আঞ্চলিক প্রয়োগের নিদর্শন, শব্দের পদ-পরিচয় ইত্যাদিও স্থান পেয়ে থাকে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। অভিধানের সূত্রপাত কোথা থেকে হয়েছিল?

মন্তব্য

উত্তর ঃ অভিধানের সূত্রপাত হয়েছিল যাস্কের 'নিরুক্তে'র মধ্যে থেকে।

২। অভিধানবিজ্ঞানকে কোন্ ভাষাবিজ্ঞানের শাখা বলে মনে করা হয়?

উত্তর ঃ অভিধানবিজ্ঞানকে প্রয়োগমূলক বা ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের শাখা বলে মনে করা হয়।

৩। অভিধানে কী কী স্থান পেয়ে থাকে?

উত্তর ঃ শব্দের সর্বজনস্বীকৃত উচ্চারণ, শব্দের আঞ্চলিক ও উপভাষাগত পার্থক্য, প্রসঙ্গ অনুসারে অর্থ-পার্থক্য, যুগ অনুসারে শব্দের অর্থ-পরিবর্তন এবং সাহিত্যিক ও আঞ্চলিক প্রয়োগের নিদর্শন, শব্দের পদ-পরিচয় ইত্যাদি।

১.৮। লিপিবিজ্ঞান

কথ্যভাষার দুটি সীমা আছে - স্থানগত সীমা এবং কালগত সীমা। কারণ, যে-স্থানে আমরা কথা বলি, অন্য কিছুর সাহায্য না নিলে, সেই স্থানেই আমাদের কথা সীমাবদ্ধ। আমাদের কথা শুধু সেই সময় মানুষ সোজাসুজি শুনতে পারে, অন্য সময়ের মানুষ তা পারে না। প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারে প্রিন্সেপ, ব্যুলার প্রমুখ মনীষীরা বিশেষ অবদান রেখেছেন। ডেভিড ডিরিঙ্গার পৃথিবীর একজন বিখ্যাত লিপিবিজ্ঞানী। তাঁর 'Alphabet' গ্রন্থে তিনি পৃথিবীর প্রায় সব ভাষার লিপির বিবর্তনকাহিনী রচনা করে অমরত্ব লাভ করেছেন।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। কথ্যভাষার দুটি সীমা কী কী?

উত্তর ঃ কথ্যভাষার দুটি সীমা হল - স্থানগত সীমা এবং কালগত সীমা।

২। প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারের দুজন মনীষীর নাম লেখো।

উত্তর ঃ প্রিন্সেপ, ব্যুলার।

৩। পৃথিবীর একজন বিখ্যাত লিপিবিজ্ঞানী ও তাঁর গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ঃ পৃথিবীর একজন বিখ্যাত লিপিবিজ্ঞানী ডেভিড ডিরিঙ্গার; তাঁর লেখা গ্রন্থ হল 'Alphabet'। মন্তব্য

১.৯। শৈলীবিজ্ঞান

শৈলীবিজ্ঞান হল শৈলী সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আলোচনা। ভাষার যে বিবিধ উপকরণ - ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি- তাদের বিন্যাস ও ক্রিয়া বিধিবদ্ধভাবে চালিত করার জন্যে ব্যাকরণনীতিনির্দেশ প্রস্তুত করে। ব্যক্তিগত প্রবণতা, বিশেষ-বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতি ও সাহিত্যিক প্রেরণার জন্যে ভাষা ব্যবহারকারী সবসময় সেই প্রচলিত গতানুগতিক রীতিনীতি মেনে চলেন না; প্রচলিত রীতিনীতি থেকে এই যে সরে আসা একে ভাষা ব্যবহারে বৈচিত্র্য বলা যায়।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। শৈলীবিজ্ঞান কী?

উত্তর ঃ শৈলীবিজ্ঞান হল শৈলী সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আলোচনা।

২। ভাষার বিবিধ উপকরণ কী কী?

উত্তর ঃ ভাষার বিবিধ উপকরণ হল - ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি।

ভাষাবিজ্ঞানের আরো যেসব বিভাগ বিশেষ বিকশিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ-

১। ভৌগোলিক ভাষা তত্ত্ব (Geolinguistics);

২। অভিধানবিজ্ঞান (Lexicography);

৩। লিপিবিজ্ঞান (Graphics);

৪। ফলিত ভাষাবিজ্ঞান (Applied Linguistics);

৫। শৈলীবিজ্ঞান (Stylistics);

৬। উপভাষাবিজ্ঞান (Dialeatology);

মন্তব্য ৭। সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান (Socio Linguistics) ইত্যাদি।

১.১০। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। ভাষার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

২। ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। রূপতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। বাক্যতত্ত্ব ও শব্দার্থতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫। অভিধান বিজ্ঞান, লিপিবিজ্ঞান ও শৈলীবিজ্ঞান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

১.১১। সহায়ক গ্রন্থ

১। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - রামেশ্বর শ।

২। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন।

৩। ভাষা জিজ্ঞাসা - শিশিরকুমার দাশ।

একক-২ ভাষার শ্রেণীবিভাগ

বিন্যাস ক্রম

২.১। বিভিন্ন ভাষার শ্রেণীবিভাগ

২.২। বিবিধ ভাষাবংশ

২.৩। বিবিধ ভাষাবংশের পরিচয়

২.৪। নির্বাচিত প্রশ্ন

২.৫। সহায়ক গ্রন্থ

২.১। বিভিন্ন ভাষার শ্রেণীবিভাগ

দেশে দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মানুষ তার বাগ্‌যন্ত্রে উচ্চারিত যে ধ্বনি-সমষ্টি ব্যবহার করে একে অন্যের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করে, তাই হল ভাষা।

পৃথিবীর বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলিকেও সমগ্র ভাবে ভাষা বলা হয়। অর্থাৎ মানুষ যে কথা বলে তা হল বৃহদর্থে 'ভাষা'। এর বিপরীত হল মনুষ্যেতর প্রাণীদের মুখোদ্‌গত ধ্বনিসমূহ, তা ভাষা নয়, - যতই তারা ঐ ধ্বনিসমূহের সাহায্যে অভিপ্রেত কার্যে প্রবৃত্ত করুক না কেন। কারণ মানুষের মতো চিন্তাশক্তি তাদের নেই, মানুষের বাগযন্ত্রও তাদের নেই। তবে তাদেরও ধ্বনিব্যবহাররীতিকে অনেক সময় ভাষা বলা হয়, যেমন বানরের ভাষা বা কুকুরের ভাষা, কিন্তু সে শুধু আলংকারিক ব্যবহার, তুলনামূলক প্রয়োগ। আবার বৃহত্তর একটি সংজ্ঞায় 'ভাষা'র মধ্যে গণ্য হয় নানারকম সংকেত, লিপি, ইঙ্গিত ইত্যাদি, যাতে বাগ্‌যন্ত্রোত্থিত ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার না হলেও তারই কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

যেসব ভাষা এখন প্রচলিত আছে এবং যেসব ভাষা একসময় প্রচলিত ছিল এখন নেই, এমন আধুনিক ও প্রাচীন অনবলুপ্ত ও লুপ্ত ভাষাগুলিকে ভাষাবিজ্ঞানে দুটি পৃথক মানদণ্ডে বিচার করে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমত, ভাষাগুলির পরস্পর সম্পর্ক ও প্রাচীন ইতিহাস ইত্যাদি না দেখে শুধু ব্যাকরণের (অর্থাৎ বাক্য ও

মন্তব্য

পদ বিশ্লেষণ) দিক দিয়ে বিচার করে কয়েকটি শ্রেণীতে সাজানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভাষাগুলির পরস্পর সম্পর্ক ও প্রাচীন ইতিহাস - যতদূর এবং যতটা পাওয়া যায়, তা বিচার করে সেগুলিকে কয়েকটি বর্গে অথবা বংশক্রমে গোছানো হয়েছে। প্রথমটিকে বলা হয় রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণীবিভাগ (Morphological Classification) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় বংশানুগত শ্রেণীবিভাগ (Generalogical Classification)।

প্রথম শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ভাষাগুলিকে দুইটি প্রধান গুচ্ছে ভাগ করা যায় - ক) অসমবায়ী (Isolating) খ) সমবায়ী (Non-isolating)। অসমবায়ী গুচ্ছের অন্তর্গত হল চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলি। চীনীয় ও সম্পৃক্তভাষাগুলিতে শব্দরূপ ও ধাতুরূপ বলে কিছু নেই, শব্দ ও পদের মধ্যে তাই সেখানে কোনো রকম পার্থক্য নেই। বাক্যের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে বসলেই কর্তা, কর্ম ইত্যাদি কারক বোঝা যায় এবং বাক্যের অর্থ থেকে অথবা উপসর্গ বা অনুসর্গের মতো বিশেষ করে কোনো শব্দের সহযোগে ক্রিয়ার পুরুষ, বচন, কাল, ভাব, বাচ্য ইত্যাদি উপলব্ধ হয়। তাছাড়া শব্দের উচ্চারণে বিভিন্ন সুর (Tone) ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ভাষা-উপভাষার সুরের সংখ্যা বিভিন্ন। সুরভেদে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অর্থ প্রকাশ করে। ব্যবহারিক (উত্তর অঞ্চলের) চীনীয় ভাষায় সব এই চার রকম ঃ-

১। ঊর্ধ্বস্থিত সমান (high level)।

২। ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বগামী (high rising)।

৩। নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বগামী (low rising)।

৪। নিম্ন থেকে নিম্নগামী (low falling)।

সমবায়ী, শ্রেণীর ভাষাগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় - ১) সর্বসমবায়ী ২) যৌগিক ৩) সমন্বয়ী।

১। সর্বসমবায়ী (**Polysynthetic, Holophrastic** বা **Incorporating**) ঃ- মন্তব্য

এটি হল আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষাগুলি। এই ভাষায় বাক্য ও শব্দ একাকার হয়ে গেছে; এক্ষেত্রে দেখা যায় বাক্য হল শব্দখণ্ডের মালা এবং বাক্যের বাইরে শব্দ ও শব্দখণ্ডের কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই।

২। যৌগিক (**Agglutinating**) ঃ-

এই ভাষাগুলি মোটামুটি দুই রকমের - ক) উপসর্গ-যৌগিক খ) অনুসর্গ-যৌগিক।

ক) উপসর্গ-যৌগিক (**Prefix-agglutinating** বা **Inxtapositional**) ঃ-

এই ভাষায় বাক্যমধ্যে পদের মূল্যসূচক চিহ্নগুলি মূল শব্দের আগে আলগাভাবে যুক্ত থাকে। মধ্য আফ্রিকার বান্টু-গোষ্ঠীর ভাষা এর অন্তর্গত।

খ) অনুসর্গ-যৌগিক (**Suffix-agglutinating**) ঃ-

এই ভাষায় বাক্যমধ্যে পদের মূল্যনির্দেশক চিহ্নগুলি মূল শব্দের শেষে জোড়া দেওয়ার মতো লাগানো থাকে। তুর্ক-তাতার গোষ্ঠীর ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা এর মধ্যে পড়ে।

৩। সমন্বয়ী (**Inflexional, Amalagating** বা **Synthatic**) ঃ-

এই ভাষার লক্ষণ হল পদের সম্পর্কসূচক চিহ্নগুলি (সাধারণত ধ্বনি) মূল শব্দের পিছনে, মধ্যে ও সামনে যে কোনো স্থানে বসতে পারে এবং সে চিহ্ন প্রায় পদের মধ্যে মিশে যায়। আরবি, হিব্রু, সংস্কৃত, লাটিন, ইংরেজি, বাংলা প্রভৃতি - ইউরোপের ও পূর্ব এবং মধ্য এশিয়ার ভাষা এই রকমের।

আরবি ভাষায় ধাতু অধিকাংশই ত্রিব্যঞ্জন। ধাতুর ব্যঞ্জনগুলির সামনে, পিছনে, মধ্যে প্রধান স্বরধ্বনি যোগ করে বিভিন্ন পদ পাওয়া যায়। যেমন ঃ- ধাতু 'ক্‌ত্‌ল্‌' (Ltl) থেকে পাই 'কতল' = সে মারিল, 'কুতিল' [qutila] সে মারা পড়িল, 'য়ক্‌তুলু'

মন্তব্য

[yaqtulu] সে হত্যা করে, 'কিৎল্' [qitl] = শত্রু, 'কাতিল' [qatil] = হত্যা, 'কিতাল্' [qital] = আঘাত, 'কাতিল' [qatala] হত্যা করতে ইচ্ছা করা ইত্যাদি।

সংস্কৃতে [ভূ] ধাতু + বর্তমান কালের প্রত্যয় [-অ] + প্রথম পুরুষ একবচন পরস্মৈপদের বিভক্তি [তি] = [ভূঅতি] না হয়ে, হয়েছে 'ভবিত'; অর্থাৎ ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় [-অ-] এমনভাবে মিলে গেছে যে হঠাৎ পৃথক বলে বোঝা যায় না।

যেসব ভাষা প্রথম ও দ্বিতীয় কোনো শ্রেণীতেই পড়ে না সেগুলিকে বলা হয় অ-শ্রেণীভুক্ত (unclassified) ভাষা। এরকম ভাষার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ জাপানী।

রূপতত্ত্বের শ্রেণীবিভাগের ব্যবহারিক দিক দিয়ে উপযোগিতা থাকলেও বৈজ্ঞানিক বিচারে এই শ্রেণীবিভাগের কয়েকটি বিশেষ অন্তরায় আছে। প্রথমত, যেসব ভাষার ইতিহাস জানা গেছে তাদের সবগুলিতেই দেখা যায় যে কালক্রমে ভাষার গুচ্ছ-পরিবর্তন বা শ্রেণী-পরিবর্তন ঘটেছে। সংস্কৃত ভাষা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু এই ভাষা থেকে উদ্ভূত বাংলা ভাষায় অধিকাংশ প্রত্যয় বিভক্তি লুপ্ত হবার ফলে এ ভাষা এখন প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হতে চলেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাক্যমধ্যে পদের নির্দিষ্ট অবস্থান আবশ্যক নয়, সেখানে প্রত্যেক পদে যে বিভক্তি সেটিই তার ব্যাকরণমূল্য নির্দেশ করে।

ভাষাবিভাজনের সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হল মোটামুটিভাবে ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে তালিকা করা। একে বলে ভৌগলিক শ্রেণীবিভাগ (Geographicla Classification)। তবে এই শ্রেণীবিভাগের কোনো অতিরিক্ত উপযোগিতা নেই, বিশেষ কিছু বৈজ্ঞানিক মূল্যও নেই; তবে ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ভাষাশ্রেণীবিভাগ ব্যাপারে উপযোগিতা ও মূল্য শুধু বংশানুগত শ্রেণীবিভাগের। কিন্তু অনেক ভাষারই নিদর্শন না থাকায় তাদের ইতিহাস ও বংশপরিচয় জানা যায় না।

প্রশ্নোত্তর ঃ- মন্তব্য

১। ভাষা কাকে বলে?

উত্তর ঃ দেশে দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মানুষ তার বাগ্‌যন্ত্রে উচ্চারিত যে ধ্বনি-সমষ্টি ব্যবহার করে একে অন্যের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে ভাষা বলা হয়।

২। ভাষার পরস্পর সম্পর্ক ও প্রাচীন ইতিহাসের দিক দিয়ে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

উত্তর ঃ দুটি ভাগ করা যায় - রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণীবিভাগ (Morphological Classification) এবং বংশানুগত শ্রেণীবিভাগ (Geographicla Classification)।

৩। রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ভাষাকে কয়টি গুচ্ছে ভাগ করা যায়?

উত্তর ঃ ক) অসমবায়ী (Isolating) এবং খ) সমবায়ী (Non-isolating)।

৪। সমবায়ী শ্রেণীর ভাষাগুলিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

উত্তর ঃ সমবায়ী শ্রেণীর ভাষাগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় -

১) সর্বসমবায়ী ২) যৌগিক ৩) সমন্বয়ী।

২.২। বিবিধ ভাষাবংশ

ভাষাবিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে সংস্কৃত, আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসিক, আর্মানী, প্রাচীন স্লাভিক, প্রাচীন গ্রীক, লাটিন, প্রাচীন জার্মানীক, প্রাচীন কেলটিক ইত্যাদি ভাষাগুলি একটি বিশেষ ভাষাবংশের শাখাপ্রশাখা। এই ভাষাবংশের নাম দেওয়া হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয়, কেননা এগুলির বর্তমান বংশধর ভাষাসমূহ একসীমায় ভারতবর্ষে, অপরসীমায় ইউরোপে এবং ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মধ্যস্থানে- ইরানের ও পূর্ব এশিয়ার অপর কোনো কোনো অঞ্চলে বরাবর প্রচলিত আছে।

এখন অধুনালুপ্ত ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- মেসোপটেমিয়ার প্রচীনতম ভাষা সুমেরীয়, পশ্চিম ইরানের মুশা অঞ্চলের ভাষা এলামীয়, পূর্ব-মেসোপটেমিয়ার

মন্তব্য

অঞ্চল বিশেষের ভাষা মিটান্নি, ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন ভাষা, ইটালির প্রাচীন ভাষা এট্রস্কান ইত্যাদি। এসব আধুনিক ভাষার মধ্যে পড়ে ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যবর্তী পিরেনীজ পর্বতমালার পশ্চিমাংশে বাস্ক, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় বুশমান ও হট্রেনটট্, জাপানি, কোরিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ভাষা ইত্যাদি। উপরিউক্ত ভাষাগুলি বাদ দিয়ে পৃথিবীর সকল ভাষা বিচার ও বিশ্লেষণ করে এই কয়টি বংশে, বর্গে বা গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে ঃ-

ক) ইন্দো-ইউরোপীয়, খ) সেমীয়-হামীয়, গ) বান্টু, ঘ) ফিন্নো-উগ্রীয়, ঙ) তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু, চ) ককেশীয়, ছ) দ্রাবিড়, জ) অস্ট্রিক, ঝ) ভোট-চীনীয়, ঞ) উত্তরপূর্ব-সীমান্ত, ট) এসকিমো এবং ঠ) আমেরিকার আদিম ভাষাগুলি।

২.৩। বিবিধ ভাষাবংশের পরিচয়

সেমীয়-হামীয় বংশের দুই প্রধান শাখা- সেমীয় এবং হামীয়। অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ এই দুই শাখাকে দুটি স্বতন্ত্র বংশ ধরে থাকেন। সেমীয় শাখার পূর্বী উপশাখার অন্তর্গত ছিল বহুকাল পূর্বে বিলুপ্ত আসীরীয় এবং আক্কাদীয় বা বাবিলোনীয়।

হামীয় শাখার একমাত্র ভাষা হল প্রাচীন মিশরীয়। ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কিছু পর থেকে এই ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরের ভাষা থেকে কপ্টিক উদ্ভূত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই ভাষার বিলুপ্ত ঘটেছে। সেমীয়-হামীয় বংশের আরো দুটি শাখা আছে- বেরবের এবং কুশীয়।

মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় ভাষাই বান্টু বংশের অন্তর্গত। যেমন ঃ- সোয়াহিলি, কাফির, জুল ইত্যাদি।

ফিন্নো-উগ্রীয় বংশের ভাষাগুলির মধ্যে প্রধান হল ফিনল্যাণ্ডের ভাষা ফিন্নীয় ও লাপ্পীয়, এস্থোনিয়ার ভাষা এস্থোনীয় এবং হাঙ্গেরীয় ভাষা হাঙ্গরীয় বা নামান্তরে মাজার।

তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু বংশের তিনটি প্রধান শাখা ঃ তুর্ক-তাতার, মোঙ্গল এবং মাঞ্চু।

ককেশীয় বংশের ভাষাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শুধু জর্জিয়ার ভাষা জর্জীয়।

দ্রাবিড় বংশর ভাষা মুখ্যত ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশেই প্রচলিত। দ্রাবিড় বংশের উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলি হল- তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মলয়ালম, টুলু বা টুড়ু এবং বেলুচিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে কথিত ব্রাহুই। উড়িষ্যায়, ছোটনাগপুরে, মধ্যপ্রদেশে কথিত গোড়- খোঁড়- ওঁরাওদের ভাষাও দ্রাবিড় বংশের অন্তর্গত। মালদা জেলায় রাজমহল অঞ্চলের মালতো বা মালপাহাড়ী উপভাষা কানাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করা হয়।

অস্ট্রিক বংশের দুটি শাখা- অস্ট্রো-এশিয়াটিক এবং অস্ট্রোনেশীয়। প্রথম শাখার আবার দুটি উপশাখা- মোন্-খ্মের এবং কোল। মোন্-খমের উপভাষাগুলি বর্মা-মালয়ের স্থানে স্থানে এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বলা হয়। কোল উপশাখার ভাষাগুলি ভারতবর্ষের নানা স্থানে - পশ্চিমবঙ্গে, উড়িষ্যায়, বিহার, মধ্য প্রদেশে, অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্বোত্তর অঞ্চলে বলা হয়। আসামের খাসী ভাষাও এর অন্তর্গত। দ্বিতীয় উপশাখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - মালয়, যবদ্বীপিয়, বলিদ্বীপিয় ইত্যাদি।

ভোট-চীনীয় বংশের তিনটি শাখা- চীনীয়, থাই এবং ভোট-বর্মী। চীনা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ভাষা। দ্বিতীয় শাখার প্রধান ভাষা হল শ্যাম দেশের ভাষা শ্যামী বা সিয়ামী। তৃতীয় শাখার প্রধান তিনটি উপশাখা- ভোট বা তিব্বতী, বর্মী এবং বোডো বা ভোট।

উত্তর-পূর্ব-সীমান্ত বংশের ভাষা এশিয়ার উত্তরপূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের খুব কম সংখ্যাক লোক বলে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চুক্চী।

উত্তরমেরুর সীমান্ত দেশগুলিতে গ্রীণল্যাণ্ড থেকে আলেউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ভূভাগে এস্কিমো বংশের ভাষা বলা হয়।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলি আটটি প্রধান বংশে পড়ে- ১) আল্গঙ্কীয়ান, ২) আথাবাস্কান্, ৩) ইরোকোয়ীয়ান্, ৪) মুস্কোজীয়ান্, ৫) সিওউয়ান্, ৬) পিমান্, ৭) শোশোনীয়ান্ এবং ৮) নাহুয়াট্লান্। শেষোক্ত বংশের অন্তর্গত প্রাচীন আজটেক্ এক পুরাতন সংস্কৃতির বাহক ছিল।

মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। পৃথিবীর সকল ভাষা বিচার ও বিশ্লেষণ করে যে কয়েকটি ভাগ তৈরি করা হয়েছে তার দুটি নাম লেখো।

উত্তর ঃ সেমীয়-হামীয় এবং বান্টু।

২। তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু বংশের তিনটি প্রধান ভাষা কী কী?

উত্তর ঃ তুর্ক-তাতার, মোঙ্গল ও মাঞ্চু।

৩। দ্রাবিড় বংশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভাষার নাম লেখো।

উত্তর ঃ তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মলয়ালম, টুলু বা টুডু ইত্যাদি।

৪। ভোট-চীনীয় বংশের তিনটি শাখা কী কী?

উত্তর ঃ চীনীয়, থাই এবং ভোট-বর্মী।

২.৪। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। ভাষার শ্রেণীবিভাগ করে বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচয় দাও।

২। বিবিধ ভাষাবংশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

২.৫। সহায়ক গ্রন্থ

১। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন।

২। বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা - দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

৩। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - রামেশ্বর শ।

একক-৩ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে ইন্দো-ইরানীয় ভাষাবংশের ক্রমবিকাশ

বিন্যাস ক্রম

৩.১। ভূমিকা

৩.২। কেলটিক ভাষার পরিচয়

৩.৩। ইটালিক ভাষার পরিচয়

৩.৪। জার্মানিক ভাষার পরিচয়

৩.৫। গ্রীক ভাষার পরিচয়

৩.৬। বাল্‌তো-স্লাভিক ভাষার পরিচয়

৩.৭। আলবানিয়ো ভাষার পরিচয়

৩.৮। আর্মেনীয় ভাষার পরিচয়

৩.৯। তোখারীয় ভাষার পরিচয়

৩.১০। ইন্দো-ইরানীয় ভাষার পরিচয়

৩.১১। নির্বাচিত প্রশ্ন

৩.১২। সহায়ক গ্রন্থ

৩.১। ভূমিকা

ইন্দো-ইউরোপীয় থেকেইন্দো-ইরানীয় ভাষাবংশের ক্রমবিকাশ

তুরস্কের বোঘাজকোই শিলালিপিটির আবিষ্কারের পর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের শাখাপ্রশাখা পরিকল্পনায় অল্প পরিবর্তন ঘটে। কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী মনে করেন যে, ইন্দো-ইউরোপীয় মূলত ইন্দো-হিট্টী ভাষাবংশের একটি শাখা।

মন্তব্য

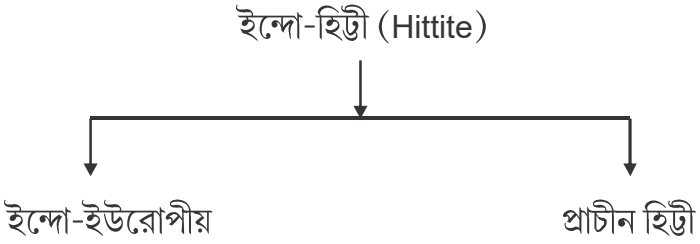

ইন্দো-হিট্টী ভাষাবংশের আরেকটি শাখা প্রাচীন হিট্টী অনেকদিন আগেই লুপ্ত হয়েছে।

তাই খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০-৩০০০ বৎসর পূর্বের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে একটি শাখা-প্রশাখায় বৃহৎ এবং বহুবিস্তৃত ভাষাগোষ্ঠীর বিস্তার কল্পনা করা হয়। অনেকের মতে, ইন্দো-ইউরোপীয়ই হল এই গোষ্ঠীর আদি ভাষা (ursprach)। ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে বিভিন্ন ভাষার শাখা বিস্তারের চিত্রটি নীচে দেওয়া হল ঃ-

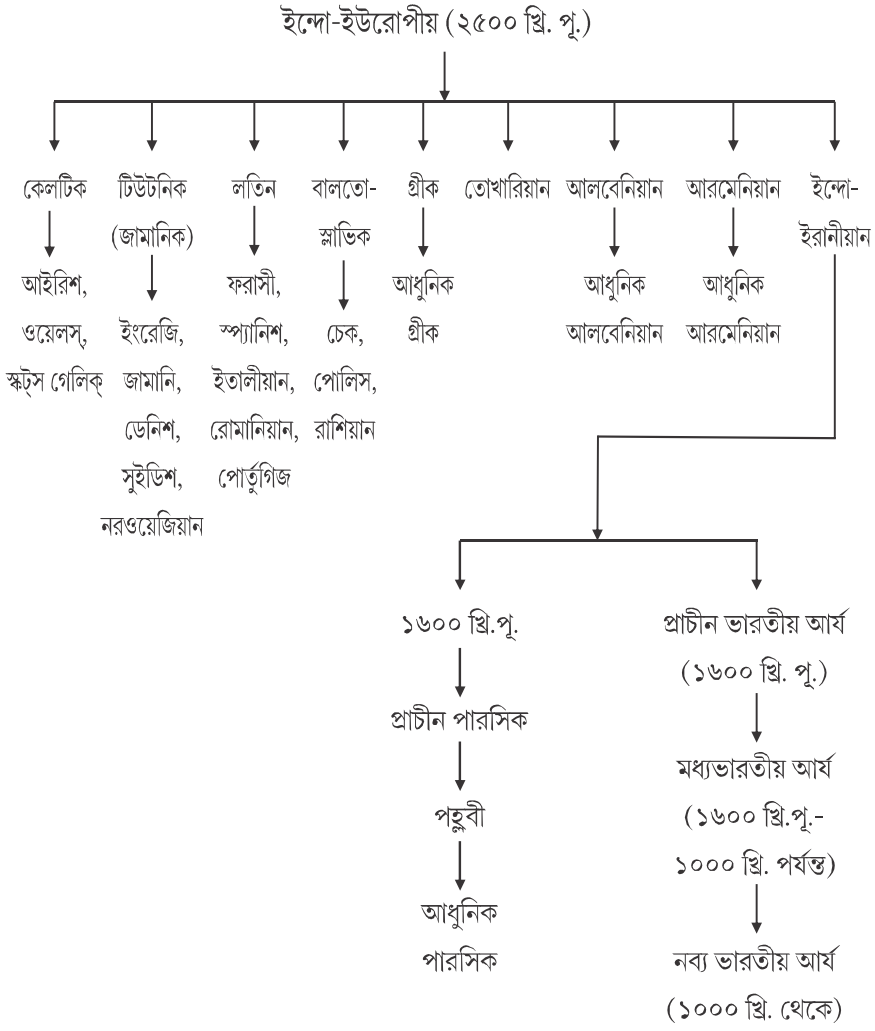

মন্তব্য

প্রাচীন ভাষার ধ্বনির বিবর্তন অনুসারে নয়টি প্রাচীন ভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানীরা দুটি দলে বিভক্ত করেন। একটি হল কেন্তুম্‌গুচ্ছ, আরেকটি হল শতম্‌ গুচ্ছ। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়ের kmtm (১০০) শব্দটির বিবর্তনে কতগুলি শাখায় প্রথম 'ক্‌' ধ্বনিটি রক্ষিত হয়, কিন্তু কতগুলি শাখায় 'ক্‌' ধ্বনিটি 'শ্‌' তে পরিণত হয়। কেলটিক, টিউটনিক (জার্মানিক), লাতিন ও গ্রীক- এই চারটি শাখা কেন্তুম দলের অন্তর্গত। অন্যদিকে, বালতো-স্লাভিক, আলবেনিয়ো, আরমেনিয়ো এবং ইন্দো-ইরানীয়তে এই 'ক্‌' ধ্বনি 'শ্‌' তে পরিণত হয়। সংস্কৃত 'শতম্‌' তার দৃষ্টান্ত।

এই শাখাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষার আদি-উৎস ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য ভাষাবংশ।

<u>প্রশ্নোত্তর ঃ-</u>

১। ইন্দো-ইউরোপীয় কোন্‌ ভাষাবংশের শাখা?

উত্তর ঃ ইন্দো-ইউরোপীয় হিট্টী বংশের একটি শাখা।

২। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা কয়টি ভাগে বিভক্ত ও কী কী?

উত্তর ঃ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা নয়টি ভাগে বিভক্ত। সেগুলি হলঃ- কেলটিক, টিউটনিক বা জার্মানিক, লাতিন, বালতোস্লাভিক, গ্রীক, আলেবনিয়ান, আরমেনিয়ান, তোখারিয়ার, ইন্দো ইরানিয়ান।

৩। কেন্তুম দলের অন্তর্গত শাখাগুলি কী কী?

উত্তর ঃ কেন্তুম দলের অন্তর্গত শাখাগুলি হল- কেলটিক, জার্মানিক, লাতিন এবং গ্রীক।

৪। শতম দলেব অন্তর্গত শাখাগুলি কী কী?

উত্তর ঃ শতম দলের অন্তর্গত শাখাগুলি হল- বালতোস্লাভিক, আলবেনিয়ো, আরমেনিয়ো এবং ইন্দো-ইরানীয়।

মন্তব্য

৩.২। কেলটিক ভাষার পরিচয়

কেলটিক শাখার ভাষা একসময় সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে প্রচলিত ছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে ইটালিক ও জার্মানিক ভাষার দ্বারা বিতাড়িত হতে হতে বর্তমানে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। কেলটিক ভাষার মধ্যে প্রধান হল আয়ারল্যাণ্ডের ভাষা আইরিশ।

কেলটিক শাখার সঙ্গে ইটালিক (লাতিন) শাখার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক কেলটিক এবং ইটালিককে দুটি আলাদা শাখা মনে না করে একটিমাত্র শাখা হিসাবেই কল্পনা করেছেন।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। কেলটিক শাখার ভাষা কোথায় প্রচলিত ছিল?

উত্তর ঃ সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে কেলটিক ভাষার শাখা প্রচলিত ছিল।

২। কেলটিক ভাষার মধ্যে প্রধান ভাষা কোন্‌টি?

উত্তর ঃ কেলটিক ভাষার মধ্যে প্রধান ভাষা আয়ারল্যাণ্ডের ভাষা আইরিশ।

৩। কেলটিক শাখার সঙ্গে কোন্ শাখার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে?

উত্তর ঃ কেলটিক শাখার সঙ্গে ইটালিক (লাতিন) শাখার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

৩.৩। ইটালিক ভাষার পরিচয়

ওস্‌কান্ (Oscan) এবং উম্‌ব্রিয়ান (Umbrian)-দুটি লুপ্ত প্রাচীন ভাষায় ইটালিক শাখার পরিচয় পাওয়া গেছে। লাটিন আসলে ইটালীয় লাটিউম (Latium) প্রদেশের ভাষা ছিল, কিন্তু রোমের উপভাষাটি প্রধান হয়ে উঠেনি বলে লাটিনকে রোমের ভাষা বলাই যুক্তযুক্ত। লাটিনের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। রোমক সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লাটিন ইউরোপের প্রায় সমগ্র দক্ষিণ অংশে ছড়িয়ে পড়ে সেইসব দেশের কথ্যভাষাকে (কেলটিক) দূরে সরিয়ে দিয়ে। লাটিনের এই সকল স্থানীয় কথ্য রূপগুলি থেকেই আধুনিক ইটালিক বা রোমান্স ভাষাগুলির উদ্ভব হয়েছে। এই ভাষাগুলির মধ্যে প্রধান ভাষা হল- ইটালীয়, ফরাসী, পোর্তুগীস,

স্পেনীয়, কাতালান, রুমানীয় এবং রেটোরোমেক। মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। কোন্ দুটি ভাষা থেকে ইটালিক শাখার পরিচয় পাওয়া গেছে?

উত্তর ঃ ওস্কান্ এবং উম্ব্রিয়ান- দুটি লুপ্ত ভাষা থেকে ইটালিক শাখার পরিচয় পাওয়া গেছে।

২। ইটালিক কোন্ ভাষাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে?

উত্তর ঃ ইটালিক কেলটিক ভাষাকে দূরে সরিযে দিয়েছে।

৩। ইটালিক শাখার ভাষার মধ্যে প্রধান ভাষা কোনগুলি?

উত্তর ঃ ইটালিক ভাষার প্রধান ভাষা হল - ইটালীয়, ফরাসী, পোর্তুগীস, স্পেনীয়, কাতালান, রুমানীয় এবং রেটোরোমেক।

৩.৪। জার্মানিক ভাষার পরিচয়

জার্মানিক শাখায় ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনগুলি পরিবর্তিত হয়েছিল। এই পরিবর্তিনের নিয়ম সূত্রাকারে প্রদর্শন করেন যাকোব গ্রিম (Jacob Grimm)। তাঁর সূত্র অনুযায়ী- ''মূল ভাষার বর্গের চতুর্থ, তৃতীয় এবং প্রথম ধ্বনি জার্মানিক শাখার যথাক্রমে বর্গের তৃতীয়, প্রথম এবং দ্বিতীয় (উষ্ম) ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।" যেমন ঃ- পেকু (Pcku > গ ফেসু (faihu), ইং ফী)। দ্বে > গ ট্বা (twa), ইং টু। ভেরো (bhero) > বেরা (baira) ইং বেয়ারং। দোন্ত (dont), লন্ত (dent) > ইং টুথ্। ঘোন্সো (ghonso) > ইং গূজ। ধে (dhe) ধাতু > ইং ডু।

গ্রাসম্যান একটি সূত্র দিয়েছিলেন- ''মূলভাষার কোনো পদে পাশাপাশি দুই অক্ষরে মহাপ্রাণ (aspirate) ধ্বনি থাকলে তাহার মধ্যে একটি (প্রায়ই প্রথমটি) গ্রীকে ও আর্যশাখায় অল্পপ্রাণ (non-aspirate) ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে।" যেমন- ভেন্ধ (bheudhe > সন্ বনধ্ গ্রী পেন্থ)। ভেউধ্ (bhendhe > সং বোধ্, গ্রী পেউথ); ধুঘতের্ (dhughater) > সং দুহিতা, গ্রী থুগতের ইত্যাদি। (গ্রীকে মূলভাষার চতুর্থ বর্ণ আগেই দ্বিতীয় বর্ণে পরিণত হয়েছিল)।

মন্তব্য

ভাষাতাত্ত্বিক বের্‌নের সূত্র ঃ- ‘‘মূলভাষায় পদটি একাক্ষর না হলে ব্যঞ্জনধ্বনির অব্যবহিত পূর্ব অক্ষরে স্বর (accent) না থাকলে বর্ণের প্রথম ধ্বনি ও ‘স’ (S) জার্মানিক শাখায় যাথাক্রমে বর্গের তৃতীয় ধ্বনিতে এবং জ-কারে পরিণত হয়েছে।’’ যেমন ঃ- (klutos গ্রী ক্লুতোস, সং শ্রুতস্) > প্রাচীন ইং খলুদ (hlud), ইং লাউড। Kmtom > গা খুন্দ্ (hand), ইং হনড্রেড। Kasa (সং শস > শশ > ইং হেয়র্ (haza থেকে)। bheronto > গ বেরন্দ্ ইত্যাদি।

জার্মানিক শাখার ভাষাগুলি তিনটি উপশাখার অন্তর্গত - ১) পূর্ব জার্মানিক, ২) উত্তর জার্মানিক এবং ৩) পশ্চিম জার্মানিক।

পূর্ব জার্মানিক বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর অন্যতম প্রাচীন ভাষা গোথিক। পশ্চিম জার্মানিক উপশাখার ভাষার মধ্যে প্রধান হল- ইংরেজি, জার্মান ও ওলন্দাজ।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। জার্মানিক ভাষাকে সূত্রাকারে প্রকাশ করেন কারা?

উত্তর ঃ যাকোব গ্রীম, গ্র্যাস্‌ম্যান এবং বের্‌ন জার্মানিক ভাষাকে সূত্রাকারে প্রকাশ করেন।

২। জার্মানিক ভাষার উপশাখাগুলি কী কী?

উত্তর ঃ জার্মানিক ভাষার তিনটি উপশাখা - পূর্ব জার্মানিক, উত্তর জার্মানিক এবং পশ্চিম জার্মানিক।

৩। উত্তর জার্মানিক উপভাষার অন্তর্গত ভাষাগুলি কী কী?

উত্তর ঃ নরওয়ে, সুইডেন ও আইসল্যাণ্ডের ভাষা উত্তর জার্মানিক উপভাষার অন্তর্গত।

৪। পশ্চিম জার্মানিক উপভাষার অন্তর্গত ভাষাগুলি কী কী?

উত্তর ঃ পশ্চিম জার্মানিক উপভাষার অন্তর্গত ভাষাগুলি হল- ইংরেজি, জার্মান ও ওলন্দাজ।

৩.৫। গ্রীক ভাষার পরিচয়

মন্তব্য

প্রাচীন কালে গ্রীক শাখা গ্রীসে, এশিয়া মাইনরের উপকূল অঞ্চলে, সাইপ্রাস দ্বীপে এবং ইজিয়ান উপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রীকের উপভাষাগুলির মধ্যে প্রধান ছিল আট্টিক-ইওনিক (Attic-Ionic) ও ডোরিক (Doric)। হোমারের দুটি মহাকাব্য 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' ইওনিক উপভাষায় রচিত হয়েছিল। খ্রিস্টজন্মের সমসাময়িক সময়ে গ্রীক উপভাষাগুলির সংমিশ্রণ ঘটে এক সাধু বা স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষার উদ্ভব হয়েছিল। এর নাম কোইনে। তবে আধুনিক কালে গ্রীক ভাষার প্রসার তেমন ঘটেনি।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। গ্রীক ভাষা কোথায় প্রচলিত ছিল?

উত্তর ঃ গ্রীক ভাষা গ্রীসে, এশিয়া মাইনরের উপকূল অঞ্চলে, সাইপ্রাস দ্বীপে এবং ইজিয়ান উপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত ছিল।

২। ইওনিক উপভাষায় কোন্ দুটি মহাকাব্য রচিত হয়েছিল?

উত্তর ঃ ইওনিক উপভাষায় হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্য দুটি রচিত হয়েছিল।

৩.৬। বাল্‌তো-স্লাভিক ভাষার পরিচয়

বাল্‌তো-স্লাভিক ভাষার দুটি উপশাখা হল- বাল্‌টিক (Baltic) এবং স্লাবিক (Slavic)। বাল্‌টিক উপশাখার ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য লিথুয়ানীয় এবং লেট্। ইন্দা-ইউরোপীয় ভাষাবংশের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা হল লিথুয়ানীয়। স্লাভিক উপভাষার কয়েকটি ভাষা এখনো প্রচলিত আছে- সার্বীয় ও বুলগারীয়। পশ্চিম স্লাভিক ভাষার অন্তর্গত ভাষাগুলি হল- চেখ, স্লোবাকীয় এবং পোল। রুশ ভাষা এবং তার উপভাষাগুলি পূর্ব-স্লাভিকের অন্তর্গত।

মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা কোন্‌টি?

উত্তর ঃ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা লিথুয়ানিয়া।

২। স্লাভিক উপভাষার ভাষাগুলি কী কী?

উত্তর ঃ স্লাভিক উপভাষার ভাষাগুলি হল - সার্বীয় ও বুলগেরীয়।

৩। পশ্চিম স্লাভিক ভাষার অন্তর্গত ভাষাগুলি কী কী?

উত্তর ঃ পশ্চিম স্লাভিক ভাষার অন্তর্গত ভাষা হল- চেক, স্লোবাকীয় এবং পোল।

৩.৭। আলবানিয়ো ভাষার পরিচয়

আধুনিক আল্‌বানিয়ো শাখার ভাষার প্রচলন আছে আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে আলবানিয়ায়। খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে আলবানিয়ো ভাষার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বিকৃতিপ্রাপ্ত ভাষা হল আলবেনিয়ো। এই ভাষায় লাতিন, গ্রীক, স্লাবিক, ইতালীয়, তুর্কি প্রভৃতি প্রাচীন এবং আধুনিক নানা ভাষা স্থান পেয়েছে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। আধুনিক আল্‌বানিয়ো শাখার ভাষা কোথায় প্রচলিত আছে?

উত্তর ঃ আধুনিক আল্‌বানিয়ো শাখার ভাষা প্রচলিত আছে আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে আলবানিয়ায়।

২। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বিকৃতিপ্রাপ্ত ভাষা কোন্‌টি?

উত্তর ঃ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বিকৃতিপ্রাপ্ত ভাষা হল আল্‌বানিয়ো।

৩। আল্‌বানিয়ো শাখার ভাষায় কোন্ কোন্ ভাষা স্থান পেয়েছে?

উত্তর ঃ আল্‌বানিয়ো শাখার ভাষায় লাতিন, গ্রীক, স্লাবিক, ইতালীয়, তুর্কি প্রভৃতি

প্রাচীন এবং আধুনিক নানা ভাষা স্থান পেয়েছে। মন্তব্য

৩.৭। আলবানিয়ো ভাষার পরিচয়

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে এশিয়া মাইনরের আর্মেনীয় অঞ্চলে আর্মেনীয় শাখার ভাষা প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমানে আর্মেনীয়ার বাইরেও কোনো কোনো জায়গায় আর্মেনীয় ভাষা প্রচলিত। আর্মেনীয় ভাষায় হিট্টী ভাষার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। যেমন ঃ- [হব] হিট্টীয় (‘হুহ্হস্’, লাটিন ‘আবুস্’) ‘‘পিতামহ-মাতামহ’’, [হন] (হিট্টীয় ‘হন্নস্’, লাটিন ‘অনুস’) ‘‘বৃদ্ধ স্ত্রী লোক’’।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। আর্মেনীয় শাখার ভাষা কোথায় প্রচলিত ছিল?

উত্তর ঃ আর্মেনীয় শাখার ভাষার প্রচলন ছিল এশিয়া মাইনরের আর্মেনীয় অঞ্চলে।

২। আর্মেনীয় ভাষায় কোন্ ভাষার নিদর্শন পাওয়া গেছে?

উত্তর ঃ আর্মেনীয় ভাষায় হিট্টী ভাষার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

৩.৯। তোখারীয় ভাষার পরিচয়

মধ্য এশিয়ার চীনীয় তুর্কিস্তানের বালুকাস্তুপের মধ্যে থেকে ইংরেজ, ফরাসী, রুশ ও জার্মান পণ্ডিতদের অনুসন্ধানের ফলে বহু পুথিপত্রের এবং প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার হয়েছিল। এই প্রত্নলেখগুলি প্রাচীন ভারতীয় খরোষ্ঠী অথবা ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা। খ্রিস্টিয় সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে লেখা অনেকগুলি লিপির পাঠ উদ্ধারের ফলে একটি নতুন ইন্দো-ইউরোপীয় শাখার নিদর্শন মিলেছে। তুখার বা তুষার জাতির ভাষা ছিল, এই অনুমানে এই ভাষার নাম হয়েছে তোখারীয় বা তুখারীয়। তোখারীয় ভাষাগুলি মূলত দুটি ভাষায় রচিত হয়েছিল। একটি পূর্ব অঞ্চলের ভাষা, যার নাম তোখরী; আর একটি পশ্চিম অঞ্চলের ভাষা, তার নাম কুচার। ‘তোখ্রী’ উপভাষাকে বলা হয় তোখারীয় ক অথবা অগ্নীয় এবং ‘কুচার’ উপভাষাকে তোখারীয় খ অথবা প্রাচীন কুচীয় বলা হয়ে থাকে। এশিয়ার অবস্থিত হলেও তুখারীয় বাল্তো-স্লাভিক, আর্মেনীয় ও ইন্দো-ইরানীয় শাখাগুলির সঙ্গে সংযুক্ত নয়। কেলটিক এবং ইটালিক শাখার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

মন্তব্য আছে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। তুর্কিস্থানের বালুকাস্তুপের মধ্যে থেকে যেসকল প্রত্নলেখগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল সেগুলি কোন্ লিপিতে লেখা ছিল?

উত্তর ঃ প্রাচীন ভারতীয় খরোষ্ঠী অথবা ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা ছিল।

২। তোখারীয় ভাষার সঙ্গে কোন্ কোন্ শাখার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে?

উত্তর ঃ তোখারীয় ভাষার সঙ্গে কেলটিক এবং ইটালিক শাখার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

৩.১০। ইন্দো-ইরানীয় ভাষার পরিচয়

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে ইন্দো-ইরানীয় শাখার সঙ্গে ভারতীয়-আর্য উপশাখারও অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। হিট্টীয় প্রত্নলেখগুলিতে অশ্ববিদ্যা সম্পর্কিত নিবন্ধ পাওয়া গেছে। এখানে ভারতীয়-আর্য ভাষার বিশিষ্ট রূপের পরিভাষিক শব্দের আভাস পাওয়া গেছে। যেমন- 'আইকবর্তন', সংস্কৃত একবর্তন। একটি মূল্যবান হিট্টীয় প্রত্নলেখে বিবাহের চুক্তিপত্র পাওয়া গেছে। এই চুক্তিপত্রে কয়েকজন বৈদিক দেবতার নাম করা হয়েছে। যেমন- 'নশত্তিয়ন' অর্থাৎ ''নাসত্যানাম্'', ''ইন্দর'' অর্থাৎ ''ইন্দ্র'', 'মিউইত্তর' অর্থাৎ ''মিত্র'', 'উরুবন'' অর্থা 'বরুণ'। কয়েকটি মিষ্টান্ন ব্যক্তিনামেও ভারতীয়-আর্য ভাষার বিশিষ্টতা আছে।

যেমন ঃ- শুবন্দু (সুবন্ধু), দুশ্রত্ত (দূরথ), মত্তিবজ বা মত্তিউজ (মতিবাজ), অর্তমনিঅ (ঋতমন্য), অর্ততম (ঋতধাম বা ঋততম), অর্তশশুমর (ঋতস্মর)।

ইন্দো-ইরানীয় শাখা-ভাষীরা নিজেদের 'অর্য' বা 'আর্য' বলে গৌরব বোধ করত, তাই এর নামান্তর হয়েছে আর্য শাখা। এই আর্য শাখার ধ্বনিগত দুটি প্রধান বিশেষত্ব হল ঃ-

ক) মূল ভাষার হ্রস্ব এবং দীর্ঘ [অ, এ, ও] যথাক্রমে [অ] এবং [আ] ধ্বনিতে পরিণত। মূল ভাষার অতি হ্রস্ব [অ] ই-কারে পরিণত।

খ) হ্রস্ব ও দীর্ঘ এ-কার এবং ঈ-কারের পরবর্তী কণ্ঠ্য ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্গের ধ্বনি চ-বর্গীয় ধ্বনিতে পরিণত। যেমন ঃ- ক্ক > সং চ, আ চ, প্রা পা চা। থ্বীবোস > সং জীবস, প্রা পা জীব ইত্যাদি। এইরকম ধ্বনিপরিবর্তন। কোলিৎজ (H. Collitz) প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন বলে এটি 'কোলিৎজের সূত্র' নামে পরিচিত। মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। হিট্টীয় প্রত্নলেখে বিবাহের চুক্তিপত্রে যে বৈদিক দেবতার নাম করা হয়েছে তাদের দুটি উদাহরণ দাও।

উত্তর ঃ 'নশত্তিয়ন' অর্থাৎ ''নাসত্যানাম্'', 'ইন্দর' অর্থাৎ ''ইন্দ্র''।

২। ইন্দো-ইরানীয় ভাষার একটি ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য লেখো।

উত্তর ঃ মূল ভাষার হ্রস্ব এবং দীর্ঘ [অ, এ, ও] যথাক্রমে [অ] এবং [আ] ধ্বনিতে পরিণত। মূল ভাষার অতি হ্রস্ব [অ] ই-কারে পরিণত।

৩। ইন্দো-ইরানীয় ভাষায় ধ্বনি পরবির্তন প্রথম কে লক্ষ্য করেছিলেন?

উত্তর ঃ ইন্দো-ইরানীয় ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন কোলিৎজ।

৩.১১। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। ইন্দো-ইউরোপীয়ের ক্রমবিকাশের স্তর বুঝিয়ে দাও।

২। কেলটিক ও ইটালিক ভাষার পরিচয় দাও।

৩। জার্মানিক ভাষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩.১২। সহায়ক গ্রন্থ

১। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - ড. রামেশ্বর শ

২। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন।

একক-৪ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

বিন্যাস ক্রম

৪.১। ভারতীয় আর্যভাষা

৪.২। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ভূমিকা

৪.৩। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৪.৪। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৪.৫। বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য

৪.৬। ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য

৪.৭। নিদর্শন

৪.৮। নির্বাচিত প্রশ্ন

৪.৯। সহায়ক গ্রন্থ

৪.১। ভারতীয় আর্যভাষা

ইন্দো-ইরানীয় বা আর্যভাষা ভারতে এসে যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রচনা করল তাই দিয়েই ভারতীয় আর্যভাষার সূচনা হল। আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষে এই আর্যভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে নব নব রূপে এই ভাষা আজও বেঁচে আছে। ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশের কাল থেকে বিচার করলে আর্যভাষার বিস্তৃতিকাল প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর। ভারতীয় আর্যভাষার এই সাড়ে তিন হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসকে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা যায় ঃ-

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo-Aryan)

২) মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo-Aryan)

৩) নব্য ভারতীয় আর্য (New Indo-Aryan)

প্রত্যেক যুগের ভাষাগত নিদর্শনও আমরা পাই ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য-রচনায় বা

প্রত্নলিপিতে। ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন যুগের কালগত সীমা, যুগগত নাম ও নিদর্শন মন্তব্য
আমরা এইভাবে উপস্থাপিত করতেপারি ঃ-

যুগ	**কালগত সীমা**	**যুগগত মান**	**নিদর্শন**
১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য	আনুমানিক ১৫০০ খ্রি.পূ. থেকে ৬০০ খ্রি. পূ. পর্যন্ত	বৈদিক ভাষা বা বৈদিক সংস্কক ভাষা	বেদ, মূলত ঋগ্বেদের সংহিতা (মন্ত্র) অংশ
২) মধ্য ভারতীয় আর্য	আনুমানিক ৬০০ খ্রি.পূ. থেকে ৯০০ খ্রি. পর্যন্ত	প্রাকৃত ভাষা, পালি ভাষা ক্ল্যাসিকাল বা লৌকিক সংস্কৃত ভাষা	অশোকের শিলালিপি, সংস্কৃত নাটকের নারী ও নিম্নশ্রেণীর পুরুষ চরিত্রের সংলাপ, প্রাকৃতে ও পালি ভাষায় রচিত জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, প্রাকৃতে রচিত মহাকাব্যাদি সংহিতা গ্রন্থ ইত্যাদি, কালিদাস প্রমুখ সাহিত্যিকদের সংস্কৃত কাব্য-নাটক-চম্পূকাব্য
৩) নব্য ভারতীয় আর্য	আনুমানিক ৯০০ খ্রি. থেকে	বাংলা, হিন্দী, অবধী, মারাঠী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি।	আধুনিক ভারতীয় আর্যদের মুখের ভাষা ও সাহিত্য

মন্তব্য

এইসকল প্রধান স্তরগুলির ভিতরে বহু উপস্তরও নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতি স্তরে ও উপস্তরে বহু উপভাষাভেদ বা আঞ্চলিক ভাষাভেদ রয়েছে। সব মিলিয়ে ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন বহুবিচিত্র, অজস্র শাখা-প্রশাখায়।

এর বৈশিষ্ট্য হল ঃ-

১। দন্ত্য ধ্বনিগুলির এক বিশেষ পরিবেশে মূর্ধন্য ধ্বনিতে পরিবর্তন (Fortunatov's Law of Cerebralisation);

২। সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি বজায় আছে;

৩। ঘোষবৎ / জ্ / ইত্যাদির লোপ হয়েছে কিন্তু প্রতিক্রিয়ারূপে কয়েকটি বিশিষ্ট ধ্বনি পরিবর্তন এসেছে;

৪। / র / ধ্বনি কখনো কখনো / ল / ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। ভারতবর্ষে ভারতীয় আর্যভাষার অনুপ্রবেশ কবে ঘটেছিল?

উত্তর ঃ আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষে ভারতীয় আর্যভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

২। ভারতীয় আর্যভাষার কয়টি স্তর?

উত্তর ঃ ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর। - প্রাচীন ভারতীয় আর্য, মধ্য ভারতীয় আর্য, নব্য ভারতীয় আর্য।

৪.২ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ভূমিকা

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার আনুমানিক বিস্তৃতি হল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই যুগের ভারতীয়, আর্যভাষার মূল নিদর্শন পাওয়া যায় হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ 'বেদ'-এ। বেদ চারটি- ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। প্রত্যেক বেদের আবার চারটি অংশ- সংহিতা (মূলমন্ত্রভাগ), ব্রাহ্মণ (যজ্ঞানুষ্ঠানের গদ্যাত্মক বিধিবিধান ও কিছু ব্যাখ্যা তথা কিছু আখ্যান - উপখ্যান), উপনিষদ (গদ্য ও পদ্যে রচিত মূল

আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্ব) এবং আরণ্যক (গূঢ়তর দার্শনিক তত্ত্ব ও কিছু আখ্যান - উপাখ্যান)। এগুলির মধ্যে ঋক-সংহিতাই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সবচেয়ে প্রামাণিক দলিল। মন্তব্য

বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্য ভাষাই হল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার অবিমিশ্র অবিকৃত নিদর্শন। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঃ-

৪.৩। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক) হ্রস্ব ও দীর্ঘ ঋ, ঌ, এ, ঐ প্রভৃতি স্বরধ্বনি এবং শ্, ষ্, স্ প্রভৃতি ব্যঞ্জন ধ্বনি বেদের পরবর্তী যুগে পরিবর্তিত হয়েছে বা লোপ পেয়েছে। কিন্তু বৈদিক ভাষায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ ঋ, ঌ, এ, ঐ সহ সমস্ত স্বরধ্বনি এবং শ্, ষ্, স্ সহ সমস্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিই প্রচলিত ছিল।

খ) স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনের ফলে শব্দের অন্তর্গত স্বরধ্বনির বিশেষ ক্রম অনুসারে গুণগত পরিবর্তন হত। স্বরধ্বনির এই পরিবর্তনের তিনটি ক্রম (grade) ছিল - গুণ (strong / Normal grade), বৃদ্ধি (lengthened grade) এবং সম্প্রসারণ (weak / readuced grade)। স্বরধ্বনি অবিকৃত থাকলে তাকে 'গুণ' বলে। যেমন - 'স্বপ্' ধাতু থেকে জাত 'স্বপ্ন' শব্দে 'অ' স্বরধ্বনিটি অবিকৃত আছে। স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়ে গেলে তাকে 'বৃদ্ধি' বলে। যেমন- 'স্বপ্' ধাতু থেকে জাত 'স্বাপ' শব্দে 'অ' স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়ে 'আ' হয়েছে। স্বরধ্বনি যখন ক্ষীণ হয়ে লোপ পেয়ে যায় এবং তার ফলে শব্দের অন্তর্গত ঋ, র্, ব্ ধ্বনির স্থানে যথাক্রমে র্, ই, উ আসে, তখন এই পরিবর্তনকে সম্প্রসারণ বলে। যেমন - 'স্বপ্' ধাতু থেকে জাত 'সুপ্ত' শব্দে 'স্বপ্' ধাতুর 'অ' ধ্বনিটি লোপ পেয়েছে এবং তার ফলে 'ব' ধ্বনিটি পরিবর্তিত হয়ে 'সুপ্ত' শব্দে 'উ' ধ্বনি হয়ে গেছে।

গ) সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মধ্যে যেখানে সন্ধি সম্ভব সেখানে সন্ধি প্রায় সবক্ষেত্রেই অপরিহার্য ছিল।

ঘ) বৈদিক ভাষায় শব্দের অন্তর্গত বিশেষ ধ্বনির উপরে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত

মন্তব্য

সুরের তীব্রতা বাড়িয়ে জোর দেবার রীতি প্রচলিত ছিল। একে স্বরাঘাত বলা হত। বৈদিক স্বর তিন প্রকার ছিল - উদাত্ত (High / acute), অনুদাত্ত (low / grave) এবং স্বরিত (circumplex)। একই শব্দে একটি অক্ষর থেকে অন্য অক্ষরে স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনের ফলে শব্দের অর্থই পরিবর্তি হয়ে যেত। যেমন - অর্পস্ = কার্য (বিশেষ্য), অর্পস = সক্রিয় (বিশেষণ), রার্জপুত্র = রাজা যার পুত্র (অর্থাৎ রাজার পিতাকে বোঝাচ্ছে) বহুব্রীহি সমাস, রাজপুর্ত্র = রাজার পুত্র (পুত্রকে বোঝাচ্ছে) ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

ঙ) বিভিন্ন যুক্তব্যঞ্জনের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যেমন- ক্র, ক্ল, ক্ত, ক্ষ্ণ, ক্ষ্ম, র্ম, র্দ্ধ, র্দ্র, ষ্ট্র, ৎস্ন ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তীকালে মধ্যভারতীয় আর্য অনেক যুক্তব্যঞ্জন সমীভূত হয়েছে এবং আরো পরে নব্য-ভারতীয় আর্যে একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়ে গেছে। যেমন- ভক্ত > ভত্ত > ভাত; ধর্ম > ধম্ম > ধাম।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সময়কাল কত?

উত্তর ঃ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সময়কাল আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত।

২। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কী?

উত্তর ঃ প্রাচীন ভারতীয় আর্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বেদ।

৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সবচেয়ে প্রামাণিক দলিল কোন্‌টি?

উত্তর ঃ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সবচেয়ে প্রামাণিক দলিল ঋক-সংহিতা।

৪। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লেখো।

উত্তর ঃ সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মধ্যে যেখানে সন্ধি সম্ভব সেখানে সন্ধি প্রায় সবক্ষেত্রেই অপরিহার্য ছিল।

৪.৪। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

মন্তব্য

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে জাত গ্রীক, লাতিন, গথিক প্রভৃতি ভাষার তুলনায় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি অনেক বেশি রক্ষিত আছে।

ক) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তিনটি বচন (একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় প্রচলিত ছিল। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় দ্বিবচন অবশ্য শুধু প্রকৃতি-নির্দিষ্ট জোড়া-জোড়া প্রাণীর ক্ষেত্রে (যেমন- পিতা-মাতা ইত্যাদি) প্রচলিত ছিল। এই বৈশিষ্ট্য বৈদিক ভাষায় ও হোমারের গ্রীকেও লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালের ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃত যেকোনো দুটি জিনিস বোঝাতে দ্বিবচনের প্রচলন হয়। বচনভেদে ধাতুরূপে ও শব্দরূপে পার্থক্য হত।

খ) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মতো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাতেও আটটি কারক ছিল- কর্তৃকারক (Nominative), কর্মকারক (Accusative), করণকারক (Instrumental), সম্প্রদানকারক (Dative), অপাদান কারক (Ablative), সম্বন্ধপদ (Genitive), অধিকরণ কারক (Locative) এবং সম্বোধন পদ (Vocative)। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বিভিন্ন কারকের পৃথক বিভক্তিচিহ্ন ছিল এবং বিভক্তিযোগে বিভিন্ন কারকে বিশেষ্য, সর্বনাম ও বিশেষণের পৃথক রূপ হত। মূল শব্দের অন্ত্যধ্বনি পৃথক হলেও শব্দরূপ পৃথক হত।

গ) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মতো প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় তিন প্রকার লিঙ্গ ছিল- পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ। এই লিঙ্গভেদ ছিল ব্যাকরণগত, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ শব্দের লিঙ্গ ব্যাকরণে নির্দিষ্ট থাকত। যেমন- 'লতা' শব্দ প্রাকৃতিক বিচারে ক্লীবলিঙ্গ, কিন্তু প্রাচীন আর্য সংস্কৃতে এটি স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ বলে ব্যাকরণে নির্দিষ্ট ছিল। লিঙ্গভেদ অনুসারে শব্দরূপ পৃথক হতো, কিন্তু ক্রিয়ারূপ পৃথক হতো না।

ঘ) শব্দরূপের চেয়ে ক্রিয়ারূপে বৈচিত্র্য প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বেশি ছিল। দুইবাচ্যে (কর্তৃবাচ্য ও কর্ম-ভাববাচ্য) ক্রিয়ার রূপ হত পৃথক পৃথক।

মন্তব্য

ঙ) ক্রিয়ারূপের বিভক্তির দু রকম রূপ ছিল- পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ। ধাতুও তিন ভাগে বিভক্ত ছিল- পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী, উভয়পদী।

চ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে তিন পুরুষে (উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ) ক্রিয়ার রূপ পৃথক হতো। প্রত্যেক পুরুষের আবার তিন বচনে (একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন) ক্রিয়ারূপের পার্থক্য হতো।

ছ) প্রাচীন ভারতীয় অর্যভাষায় (বৈদিক) ক্রিয়ার পাঁচ কাল প্রচলিত ছিল। এগুলি হল- লট্, লঙ্, লৃট, লিট্, লুঙ্। এগুলির মধ্যে তিনটি (লঙ্, লুঙ্ ও লিট্) ছিল অতীতকালেরই প্রকারভেদ।

জ) বৈদিকে ক্রিয়ার পাঁচটি ভাব ছিল ঃ অভিপ্রায়, নির্বন্ধ, নির্দেশক, সম্ভাবক, অনুজ্ঞা। ক্লাসিক সংস্কৃতে প্রথম দুটি ছিল না।

ঝ) উত্তরকালের ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতে প্র, পরা, অপ, সম, অনু, অব, নির্, দুর্, অভি, বি, অদি, সু, উৎ, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আ - এই কুড়িটি উপসর্গ ছিল, এগুলি ধাতুর পূর্বে যুক্ত হত এবং ক্রিয়ার অর্থ পরিবর্তিত করত।

ঞ) প্রত্যয়-যোগে প্রচুর নতুন শব্দ গঠনে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা অদ্বিতীয়। প্রত্যয় দুরকমের ছিল ঃ- কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়। ধাতুর সঙ্গে যে প্রত্যয় যোগ করা হতো তাকে বলা হত কৃৎ প্রত্যয়। যেমন- বৃৎ + শানচ্ (মান) = বর্তমান, মান্ + উ = মনু। আর শব্দের সঙ্গে যে প্রত্যয় যোগ হত তাকে বলা হত তদ্ধিত প্রত্যয়। যেমন - মনু + অণ্ = মানব।

ট) বৈদিক ভাষায় ধাতুর সঙ্গে শতৃ, শানচ্ প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করে বহু বিচিত্র ক্রিয়াজাত বিশেষণ সৃষ্টি করা হত। যেমন- $\sqrt{\text{হু}}$ + শতৃ = নহবৎ। $\sqrt{\text{কৃ}}$ + শানচ্ = ক্রিয়মাণ।

ঠ) বৈদিকে ধাতুর সঙ্গে ত্বা, ত্বায় ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে বহু অসমাপিকা ক্রিয়া রচনা করা হত। যেমন- $\sqrt{\text{দৃশ্}}$ + ত্বায় = দৃষ্টায় ইত্যাদি।

ড) সমাসের বিচিত্র ও বহুল প্রয়োগ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য

ছিল। মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে কোন্ কোন্ ভাষা গৃহীত হয়েছে?

উত্তর ঃ গ্রীক, লাতিন, গথিক্ ইত্যাদি।

২। বৈদিক ক্রিয়ার পাঁচটি ভাব কী কী?

উত্তর ঃ অভিপ্রায়, নির্বন্ধ, নির্দেশক, অনুজ্ঞা, সম্ভাবক।

৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ার পাঁচটি কাল কী কী?

উত্তর ঃ লট্, লঙ্, লৃট্, লিট্, লুঙ্।

৪। ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতের কয়টি উপসর্গ ছিল?

উত্তর ঃ কুড়িটি।

৪.৫। বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য

বাক্যের পদবিন্যাসে নির্দিষ্ট নিয়মের অনাবশ্যকতা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, "The general rule is that the subject begins the sentence and the verb ends it, the remaining members coming between... The verb occasionally moves to the beginning of the sentence when it is strongly emphasized... As regards the cases, the ace. is placed immediately before the verb." অর্থাৎ বাক্যে সাধারণত ক্রিয়া প্রথমে বসে, ক্রিয়া শেষে; যখন ক্রিয়ার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয় তখন ক্রিয়া বাক্যের প্রথমে চলে আসে। কর্ম সাধারণত ক্রিয়ার ঠিক আগে বসে।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

মন্তব্য

উত্তর ঃ বাক্যের পদবিন্যাসে নির্দিষ্ট নিয়মের অনাবশ্যকতা।

২। বাক্যের ক্ষেত্রে কর্ম সাধারণত কোথায় বসে?

উত্তর ঃ বাক্যের ক্ষেত্রে কর্ম সাধারণত ক্রিয়ার ঠিক আগে বসে।

৪.৬। ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য

বৈদিক ভাষায় ছন্দ ছিল অক্ষরমূলক অর্থাৎ অক্ষরের সংখ্যা ও লঘুগুরু বিচার করে ছন্দ নির্ণীত হত; পরবর্তীকালের মাত্রামূলক ছন্দপদ্ধতি থেকে এই ছন্দের পার্থক্য এইখানে যে, মাত্রামূলক ছন্দপদ্ধতিতে অক্ষর উচ্চারণের কাল বা মাত্রা অনুসারে ছন্দ নির্ণয় করা হত।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। মাত্রামূলক ছন্দ পদ্ধতিতে কী করা হত?

উত্তর ঃ অক্ষর উচ্চারণের কাল বা মাত্রা অনুসারে ছন্দ নির্ণয় করা হত।

৪.৭। নিদর্শন

অগ্নিমীলে পুরোহিতং

যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।

হোতারং রত্নধাতমম্।। ঋগ্বেদ-সংহিতা ১/১/১ (অগ্নি)

অনুবাদ ঃ- আমি অগ্নির স্তুতি করি, যে অগ্নি পুরোহিত, যজ্ঞের স্বর্গীয় ঋত্বিক্, (দেবগণের) আহ্বানকারী এবং রত্নদানকারী (অথবা রত্নধারণকারী)।

৪.৮। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। ভারতীয় আর্যভাষার পরিচয় দাও।

২। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

৪.৯। সহায়ক গ্রন্থ

মন্তব্য

১। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন।

২। বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা - দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

৩। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - রামেশ্বর শ।

একক-৫ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার বিবরণ

বিন্যাস ক্রম

৫.১। বৈদিক ভাষার পরিচয়

৫.২। সংস্কৃত ভাষার পরিচয়

৫.৩। অপাণিনীয় সংস্কৃতের পরিচয়

৫.৪। বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার তুলনা

৫.৫। নির্বাচিত প্রশ্ন

৫.৬। সহায়ক গ্রন্থ

৫.১ বৈদিক ভাষার পরিচয়

ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন হয় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে। একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত আর্যেরা প্রথম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হয়। পরে ক্রমশ পূর্বদিকে পূর্ব পাঞ্জাবে ও মধ্যদেশে এবং আরো পরে কাশী-কোশল-মগধ-বিধেয়-অঙ্গ-রাঢ়- বারেন্দ্র-কামরূপ প্রভৃতি উত্তরাপথের প্রাচ্য অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি আত্মসাৎ করে আর্যভাষার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। দক্ষিণ দেশেও আযদের ভাষার ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু দ্রাবিড় ও কর্ণাট প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে আর্যভাষা স্থানীয় কথ্যভাষাকে কখনোই দূরীভূত করতে পারে নি। পশ্চিমে সিন্ধু-সৌবীর প্রদেশে আর্যপূর্ব সংস্কৃতি বিশেষ প্রবল ছিল বলে এই অঞ্চলে আর্যভাষার ও সংস্কৃতির প্রসার বাধাগ্রস্ত হয়েছিল।

বৈদিক সাহিত্য (খ্রিস্টপূর্ব ১২৫০-৬০০) কালানুক্রমিকভাবে তিন স্তরে বা পর্যায়ে বিভক্ত - ১) বেদ ও সংহিতা, ২) ব্রাহ্মণ এবং ৩) আরণ্যক-উপনিষদ্। 'বেদ' বলতে বোঝায় 'ত্রয়ী' অর্থাৎ তিন যজ্ঞীয় বেদ (ঋক্, সাম্, যজুঃ) এবং অযজ্ঞীয় অথর্ববেদ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে আছে বিবিধ যজ্ঞকার্যের বিবরণ ও ব্যাখ্যা আর কিছু কিছু প্রাচীন উপাখ্যানের টুকরো। ব্রাহ্মণেরই পরিশিষ্ট আরণ্যক-উপনিষদ। এতে সেযুগের উদাসীন

মনীষীদের আধ্যাত্মিক চিন্তা অনুভূতির অপূর্ব সরল ও অননুকরণীয় সহজ কবিত্বময় প্রকাশ আছে। ঋক্ ও সাম্‌বেদ পদ্যে, অন্য বেদ পদ্যে ও গদ্যে আর ব্রাহ্মণ, আরণ্যক-উপনিষদ প্রধানত গদ্যে লেখা।

প্রত্যেক বেদের একাধিক 'ব্রাহ্মণ' - আরণ্যক-উপনিষদ আছে। ঋক্-সংহিতার বা ঋক্‌বেদের প্রধান 'ব্রাহ্মণ' হল 'ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ'। এটিই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের মধ্যে সর্বপ্রাচীন। সাম বেদের ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাণ্ড্য (পঞ্চবিংশ) ব্রাহ্মণ। যজুর্বেদের দুটি প্রধান শাখা- শুক্ল ও কৃষ্ণ। শুক্ল যজুর্বেদে

পদ্য ও গদ্য অংশ পৃথকভাবে বিন্যস্ত বলে এর নাম ''শুল্ক'' অর্থাৎ পরিষ্কৃত। আর কৃষ্ণ যজুর্বেদে গদ্য ও পদ্য মেশানো আছে বলে এর নাম কৃষ্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত।

অথর্ববেদের প্রয়োগ সম্ভ্রান্ত যজ্ঞকার্যে ছিল না তবে গৃহস্থালি ধর্মকর্মে ছিল। এতে সে যুগের তুকতাক, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি তান্ত্রিক মন্ত্র ও স্তব অনেকগুলি সঙ্কলিত আছে। অথর্ববেদের প্রাচীন অংশ ঋক্‌বেদের অনেক সূক্তের সমকালীন রচনা। কয়েকটি সূক্ত বা কবিতা উভয় গ্রন্থেই বর্তমান। সাধারণ লোকের বা জনগণের সম্পত্তি এবং পরে সংকলিত বলে এর ভাষা ঋক্‌বেদের ভাষা থেকে কিছুটা পৃথক। অথর্ববেদকে বৈদিক যুগে বলত ''অর্থবাঙ্গিরসঃ'' অর্থাৎ 'অথর্বন্-অঙ্গিরসদের মন্ত্রতন্ত্র'। একে বেদ মর্যাদা দেবার পর অন্যান্য বেদের অনুকরণে এরও ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ রচিত হয়েছিল। এছাড়া অথর্ববেদের নবীনতম পরিশিষ্ট, আল্লোপনিষিদ, যাতে আরবী আল্লাহ-এর সঙ্গে ব্রহ্মের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে, তার রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীতে।

বৈদিক ভাষায় প্রাচীন ও অর্বাচীন - এই দুই স্তরের ভিন্নতা প্রধানত ব্যাকরণ ও শব্দব্যবহারেই বেশি বোঝা যায়। ঋক্‌বেদে এমন অনেক শব্দ আছে যা অন্য বেদে একেবারেই দেখা যায় না।

প্রাচীন ও অর্বাচীন ছাড়া বৈদিক ভাষায় আরো একটা স্তর দেখা যায়। তা হল অথর্ব সংহিতার ভাষা। এ ভাষাকে প্রাচীন ও অর্বাচীন স্তরের মাঝামাঝি বলা চলে না। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে প্রাকৃত অর্থাৎ মধ্যভারতীয় ভাষার সঙ্গে অথর্ব সংহিতার ভাষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর; যেমন অর্বাচীন বৈদিকের সঙ্গে সংস্কৃতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।

মন্তব্য

অকারান্ত পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপে তৃতীয়ার বহুবচনে দুটি বিভক্তি আছে বৈদিক ভাষায় - [-ঐস্] আর [-ভিস্]। তিনটি বৈদিক উপভাষার এই দুটি বিভক্তির প্রয়োগ হল এইরকম -

ঋক্‌বেদে (প্রথমস্তর) দুই আছে প্রায় সমানভাবে। যেমন ঃ- দেবৈঃ, দেবেভিঃ। যজুর্বেদে (দ্বিতীয়স্তর) [-ঐস্] বিভক্তিরই ব্যবহার বেশি, [-ভিস্] খুব কম। অথর্বসংহিতায় [-ভিস্] বিভক্তির ব্যবহার [-ঐস্] বিভিক্তির ব্যবহারের অপেক্ষা পাঁচগুণ বেশি।

সংস্কৃতে [-ভিস্] বিভিক্তির প্রয়োগ নেই। প্রাকৃতে [-ঐস্] বিভক্তির ব্যবহার সম্পূর্ণভাবেই নেই।

ঋক্‌বেদে ও যজুর্বেদ ছিল মান্যব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সম্পত্তি আর অথর্ববেদ ছিল জনসাধারণের প্রথম পুরোহিতের বা রাজার সম্পত্তি। সুতরাং এই স্তরের বৈদিক ভাষাকে বলা যায় Hieratic আর অথর্ব সংহিতার ভাষাকে বলা যায় Demostic। এই ভাবে দেখলে প্রধান ভারতীয় আর্যভাষার এইরকম শ্রেণীবিভাগ করা যাক ঃ-

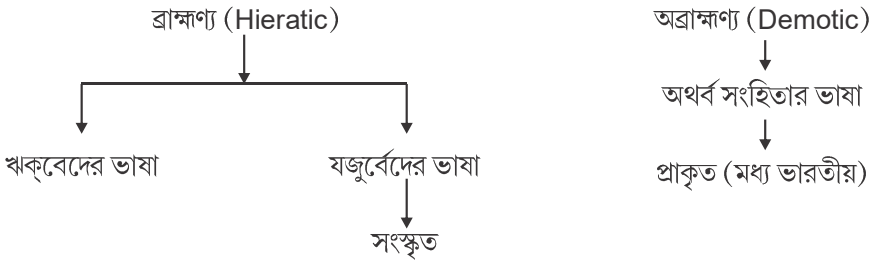

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন কবে হয়?

উত্তর ঃ ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন হয় খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে।

২। বৈদিক সাহিত্যকে কালানুক্রমিকভাবে কয়টি স্তরে ভাগ করা যায় ও কী কী?

উত্তর ঃ বৈদিক সাহিত্যকে কালানুক্রমিকভাবে তিনটি স্তরে বা পর্যায়ে ভাগ করা যায় ঃ- ১) বেদ বা সংহিতা, ২) ব্রাহ্মণ এবং ৩) আরণ্যক-উপনিষদ।

৪। প্রাচীন ও অর্বাচীন স্তর ছাড়া বৈদিক ভাষার আরেকটি স্তর কী? মন্তব্য

উত্তর ঃ প্রাচীন ও অর্বাচীন স্তর ছাড়া বৈদিক ভাষার আরেকটি স্তর হল অথর্ব সংহিতা।

৫.২ সংস্কৃত ভাষার পরিচয়

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাধু বা সাহিত্যিক ভাব ছিল দুইটি - একটি প্রাচীনতর, যেখানে ধর্মসাহিত্য রচিত হয়েছিল - ঋক্‌বেদের এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের ভাষা, আর অন্যটি নবীনতর, সেকালের শিষ্টি অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তির ব্যবহারের এবং লৌকিক আখ্যান-উপাখ্যানের ভাষা। এই শেষোক্ত ছাঁদের আভাস পরবর্তীকালের প্রাচীন কাব্য ও পুরাণের মধ্যে রয়ে গেছে। এই শেষোক্ত ভাষার ভদ্র এবং পাণিনি-অনুশাসিত রূপই হল সংস্কৃত। এদেশে উপনিবিষ্ট বৈদিক আর্যদের ভাষা সাধারণের সঙ্গে ব্যবহারে ব্যাকরণের বহন কমিয়ে যথাসম্ভব শব্দার্থের উপর নির্ভর করে প্রাত্যহিক কাজ চালানোর উপযুক্ত রূপ নিয়েছিল। অবশ্যই ইচ্ছা করে নয়, প্রাকৃতিক কারণে। শিষ্ট ব্যক্তিরা- যাঁরা বৈদিক ভাষা খুব ভালো জানতেন তাঁরা সংস্কৃত ছাঁদে লিখতেন এবং কথা বলতেন। অর্থাৎ 'সংস্কৃত' হল বৈদিক যুগের শেষে কথ্য ভাষা থেকে লেখ্য ভাষায় প্রত্যাবর্তন। স্বভাবতই এই প্রত্যাবর্তন অন্ত্য বৈদিক স্তরের শেষ রচনা উপনিষদের ভাষার কাছাকাছি পৌঁছেছে।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বা তার অল্পকাল পরে বৈয়াকরণ পাণিনি তক্ষশিলার নিকট শালাতুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরেই পাণিনি মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণসূক্তগুলি আট অধ্যায়ে বিভক্ত বলে 'অষ্টাধ্যয়ী' নামে পরিচিত। উদীচী বা উত্তর-পশ্চিমা তখন শিষ্টসম্মত মুখ্য ভাষা ছিল, আর পাণিনি সেই অঞ্চলেই বাসিন্দা ছিলেন। ''প্রাচাম্'' ''উদীচাম্'' ইত্যাদি বলে অঞ্চল-বিশেষে সীমাবদ্ধ ভাষারীতিকে এবং আপিশলি, কাশকৃৎস্ন, শাকল্য প্রভৃতি পূর্ববতী বৈয়াকরণদের উল্লেখ করে বিভিন্ন মতকেও তিনি স্বীকার করেন।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দুটি সাহিত্যিক রূপ কী কী?

মন্তব্য

উত্তর ঃ ১) ঋক্‌বেদের এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের ভাষা, ২) শিক্ষিত ব্যক্তির ব্যবহারের এবং লৌকিক আখ্যান-উপাখ্যানের ভাষা।

২। পাণিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ পাণিনি তক্ষশিলার নিকটে শালাতুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

৩। পাণিনির ব্যাকরণসূক্তগুলি কী নামে পরিচিত?

উত্তর ঃ পাণিনির ব্যাকরণসূক্তগুলি 'অষ্টাধ্যায়ী' নামে পরিচিত।

৫.৩। অপাণিনীয় সংস্কৃতের পরিচয়

পাণিনীর ব্যাকরণ একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এতে সংস্কৃতের মতো বিরাট ভাষার জটিল ব্যাকরণের যে নিপুণ বিবরণ ও দক্ষ বিশ্লেষণ আছে তা অতুলনীয়। অল্পকালের মধ্যেই পাণিনির ব্যাকরণ পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক ব্যাকরণগুলিকে অনাদরে ও বিস্মৃতির গর্ভে নিক্ষেপ করে তারে বিলোপসাধন করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে অবৈদিক শিষ্টভাষার রূপও পরবর্তীকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতাব্দী থেকে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সকল লেখাই মোটামুটি পাণিনির ব্যাকরণসম্মত। ভারতীয় আর্য যখন মধ্যস্তরে পৌঁছেছে তখন কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে অসংস্কৃত লৌকিক প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ব্যবহার ছিল। উত্তরাপথের বৌদ্ধেরা তাঁদের শ্রাস্ত্র রচনা করেছিলেন এই ধরনের সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রভাষায়। সাধারণত তাঁদের ব্যবহৃত এই ভাষা এমন গাথা ভাষা, বৌদ্ধ-সংস্কৃত অথবা বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃত নামে পরিচিত।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। বৈদিক যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কী?

উত্তর ঃ পাণিনির ব্যাকরণ বৈদিক যুগের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

২। উত্তরাপথের বৌদ্ধরা কোন্ ভাষা ব্যবহার করতেন?

উত্তর ঃ উত্তরাপথের বৌদ্ধেরা গাথা ভাষা, বৌদ্ধ সংস্কৃত অথবা বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন।

৩। উত্তরাপথের বৌদ্ধেরা কোন্ ভাষায় শাস্ত্র রচনা করতেন? মন্তব্য

উত্তর ঃ উত্তরাপথের বৌদ্ধেরা সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রভাষায় শাস্ত্র রচনা করতেন।

৫.৪। বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার তুলনা

সংস্কৃত ভাষার সবটাই মধ্যাঞ্চলীয় কথ্য ভাষা নয়। সংস্কৃত প্রধান শিষ্টজনের ভাষা। এর সমার্থক শব্দের প্রাচুর্য ও অনার্য ভাষা থেকে গৃহীত শব্দের সমৃদ্ধি। দীর্ঘ সমাসের আড়ম্বর, দৃঢ় নিয়মে পিনদ্ধ ধ্বনি ও পদরূপের কালানুক্রমিক বিবর্তনের সরলতা, ক্রিয়াযুক্ত বাক্যগঠনের জায়গায় ক্রিয়াবিহীন বাক্যগঠনের ক্রমপ্রবণতা — এই ভাষাকে দিয়েছিল এক উচ্চ শ্রেণীর আভিজাত্য। সেইজন্য পাণিনি যাঁর এই ভাষার অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ আপন মহিমায় একক, তিনি উদীচ্য অঞ্চলের হলেও মধ্যাঞ্চলের শিষ্টভাষারই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করলেন এবং উদীচ্য অঞ্চলের শিষ্টদের ভাষার পার্থক্যও সম্ভবত তেমন ছিল না। তবু পাণিনি ''যথা উদীচাম্'', ''যথা প্রাচাম্'' প্রভৃতি বলে স্থানীয় উপভাষার উল্লেখ করেছেন। এতেও তাঁর ভাষা মধ্যাঞ্চলের বলে প্রমাণিত হয়। রামায়ন-মহাভারতে পাণিনির ব্যাকরণের অনুমোদিক বহু ব্যবহার রয়েছে - এই দুই মহাকাব্যের ব্যাকরণের অনুমোদিত বহু ব্যবহার রয়েছে - এই দুই মহাকাব্যের কবিরা ঋষি বলে তাঁদের সেই প্রয়োগগুলি অশুদ্ধ বিবেচিত হল না, তাদের ''আর্ষপ্রয়োগ'' বলে মেনে নেওয়া হলো। আসলে এই সব ব্যবহারের অধিকাংশই উপভাষান্তরের ভাষা —

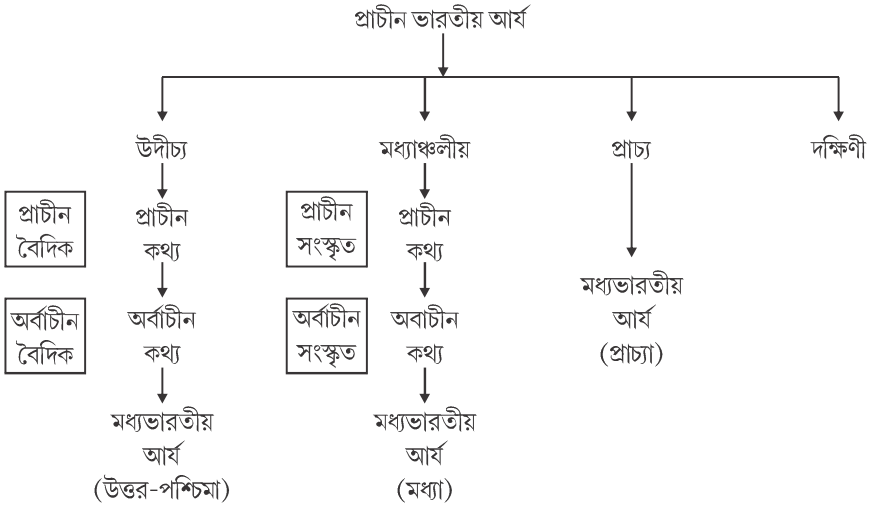

মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। পাণিনি কোন্ অঞ্চলের শিষ্ট ভাষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছিলেন?

উত্তর ঃ পাণিনি মধ্যাঞ্চলের শিষ্ট ভাষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছিলেন

২। কোন্ কোন্ মহাকাব্যে পাণিনির ব্যাকরণের ব্যবহার আছে?

উত্তর ঃ রামায়ণ ও মহাভারতে পাণিনির ব্যাকরণের ব্যবহার আছে।

৫.৫। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। বৈদিক ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার চিত্রসহ তুলনা করো।

৫.৬। সহায়ক গ্রন্থ

১। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন।

২। বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা - দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

৩। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - রামেশ্বর শ।

একক-৬ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার লক্ষণ

বিন্যাস ক্রম

৬.১। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

৬.২। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তরবিভাগ

৬.৩। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন

৬.৪। নির্বাচিত প্রশ্ন

৬.৫। সহায়ক গ্রন্থ

৬.১। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার সময়কাল ধরা হয় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত। এর স্থিতিকাল মোটামুটি ১৫০০ বৎসর ধরা হয়। এই সময়কার নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য হল অশোক ও অন্যান্য প্রত্নলিপির ভাষা, পালি, বিভিন্ন প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ-অপভ্রষ্ট।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য ঃ-

প্রধানত ধ্বনিগত পরিবর্তন উচ্চারণ সৌকর্যের দিক থেকে এর বৈশিষ্টগুলিকে নিরূপণ করা হয়।

১। স্বরধ্বনি হিসেবে / ঋ /-এর সম্পূর্ণ বর্জন হয়, তা সধারণ / অ, ই, উ / স্বরধ্বনিতে পর্যবসিত হয়েছে, না হয় / র / -যুক্ত স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন- / মৃগ / হয়েছে / মগ, মিগ, মুগ, ম্রগ, ম্রুগ / ইত্যাদি।

২। / এ, ও / স্বর দুটি এর আগে শুধু দীর্ঘই ছিল; কিন্তু এদের হ্রস্ব রূপেও দেখা গেল। শব্দের স্বরের মাত্রাসাম্য রক্ষার এক বিশেষ নিয়ম দেখা গেল যাকে 'মাত্রাসূত্র' বা 'Lart of Mora' বলে নির্ধারণ করা হয়; যার ফলে দীর্ঘস্বরের পরে যুক্তব্যঞ্জন বজায় থাকে না। দেখা যায় হয় দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বর হয়েছে, অথবা যুক্তব্যঞ্জন একব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে। যেমন - / জীর্ণম্ > জিন্নং; নীড়ং > নিড্ডং; দাস্যন্তি > দাহন্তি /।

মন্তব্য

আবার দীর্ঘ / এ, ও / র পরে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে অনেক সময় / এ, ও / হয়ে গেছে। যেমন- / ক্ষেত্র > ছেত্ত / / ওষ্ঠ > ওট্ঠ /; অনেক সময়ে / এ, ও / হ্রস্ব করার জন্য পরের এক ব্যঞ্জন সমদ্বিব্যঞ্জনে পরিবর্তিত দেখা যায়। যেমন- / প্রেম > পেম্ম / প্রভৃতি।

৩। / ঐ, আয় > এ / এবং / ঔ, অব > ও / যেমন ঃ- / বৈরম > বেরং /; / পূজয়তি > পূজেদি /; /যৌবন > জোব্বন /; / লবণ > লোণ / প্রভৃতি।

৪। পদান্তে স্বরধ্বনি ও স্বরধ্বনির পর কেবল অনুস্বার ছাড়া অন্যকিছু থাকছে না। পদন্তে ব্যঞ্জন লুপ্ত। যেমন ঃ- / গচ্ছিদুং, গন্তুং /; / তস্মিন > তমহি /; / তস্মাৎ > তম্হা / প্রভৃতি।

৫। পদান্তের বিসর্গ লুপ্ত হয়েছে- কখনো কখনো বিসর্গ স্থলে অনুস্বার দেখা যায়। আবার আকারের পর বিসর্গ লুপ্ত হয়ে / অ / কারকে / এ / অথবা / ও /-তে রূপান্তরিত করেছে। যেমন ঃ- / লাভাঃ > লাভা /; / বহিঃ > বহিং /; / জনঃ > জনে অথবা জনো / প্রভৃতি।

৬। দন্ত্য স্পর্শ ব্যঞ্জন / ঋ, র, স, ষ / ধ্বনির সংস্পর্শে মূর্ধন্য স্পর্শ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন ঃ- / কৃত > কট /; / বর্ততে > বট্টদি /; / স্থিত > ঠিদ / প্রভৃতি।

৭। শিস্ ধ্বনি [Sibilant] তালব্য (শ), দন্ত্য (স) ও মূর্ধন্য (ষ)-এর মধ্যে সব ভাষায় প্রধানত একটিই আছে। /ষ/ প্রায়ই লুপ্ত; /শ/ দূর প্রাচ্য বা পূর্বী প্রাচ্যে, কিন্তু অন্যত্র /স/-ই অবশিষ্ট রয়েছে। যেমন ঃ- / শুশ্রুষা > সুশ্রুষা / (উদীচ্য); / শুতনুকা / (দূরপ্রাচ্য); সুসূষা (অন্যত্র)।

৮। যুক্ত বিষমব্যঞ্জন সমীভূত [assimilated] হয়ে অথবা বিপ্রকর্ষে [anaptyxis] দ্বারা মধ্যে স্বর দিয়ে বিযুক্ত হয়ে উচ্চারণ সৌকর্যের সহজ ধারা ধরে বিবর্তিত হয়েছে। পদের আদিতে সমীভূত দুই ব্যঞ্জনের একটিই অবশিষ্ট থাকবে। যেমন ঃ- / সহস্রং > সহস্সং /; / প্রিয় > প্রিয় /; / কর্ম > কম্ম /; /ভিদ্যতে > ভিজ্জই / ; / নাস্তি > নত্থি /; /ব্রাহ্মণ > বম্ভণ /; / পদ্ম > পদুম /; /শ্রী > সিরি / ইত্যাদি।

৯। স্বর মধ্যবর্তী একক স্পর্শব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হলে ক্রমে ক্রমে সঘোষ ও পরে উষ্মধ্বনি হয়ে তার পরে লুপ্ত হয়েছে, আর মহাপ্রাণ হলে ক্রমশ সঘোষ হয়ে কেবলমাত্র / হ / ধ্বনিতে পর্যবসিত হয়েছে। যেমন ঃ- / সকল > সগল> সঅল /; / সুখ > সুহ /; / কথয়তি > কধেদি > কহেই / প্রভৃতি।

১০। একটি শব্দের অন্তের স্বর পরশব্দের আদিস্বরের সঙ্গে সংস্কৃতের নিয়ম অনুযায়ী সন্নিবদ্ধ হয়। আবার আর একটি বিচিত্র সন্ধি ঘটে যখন দুটি স্বরের একটি লুপ্ত হয়। যেমন ঃ- / গজ + ইন্দ্র / গঅ + ইন্দ > গইন্দ /; / রাজরথ + উপম > রাজ-রথুপম / ইত্যাদি।

১১। ব্যঞ্জনান্ত পদ না থাকায় স্বরান্ত শব্দরূপের বিশেষত /অ/ কারান্ত শব্দরূপের প্রায় একচ্ছত্র প্রতিপত্তি দেখা যায়। যেমন ঃ- / কর্মণে > কম্মায় / / মুনেঃ > মুনিস্স /; / সাধোঃ > সাধুস্স /; / পিতুঃ > পিতুস্স / প্রভৃতি।

১২। সর্বনাম শব্দরূপের বিভক্তিগুলি বিশেষ্য শব্দরূপের বিভক্তিরূপে দেখা যায়। যেমন ঃ- / বিজিতে > বিজিতস্সি /; / বিজিতস্মিন্ > বিজতস্সি, বিজিতম্হি / ইত্যাদি।

১৩। দ্বিবচনের ব্যবহার প্রায় লুপ্ত।

১৪। কর্তা ও কর্মের বহুবচনে প্রায় একই বিভক্তি এবং সম্প্রদান কারক বোঝাতে সম্বন্ধ পদের বিভক্তির ব্যবহার হতে লাগল। আবার করণ, অপাদান, অধিকরণ কারকের বিভক্তিও অনেক সময় একরকম হয়ে

দাঁড়ালো। -তস্, -এ প্রভৃতি কতকগুলি ক্রিয়াবিশেষণীয় প্রত্যয় বিভক্তির জায়গায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতে লাগল।

১৫। ধাতুরূপেও বেশ পরিবর্তন দেখা দিল। সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে যুক্ত বিকরণ, উপসর্গ, প্রত্যয় ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে বিচ্ছিন্নভাবে চেনার বা পৃথক করার উপায় থাকল না। তাই এই স্তরের ধাতুগুলি একপ্রকার বিশিষ্টতা অর্জন করল। / ক্রী + না (বিকরণ) + তি > কিণদি, কিনই / - এখানে / কিন্ / হল এই স্তরের বিশিষ্ট ধাতু। বিভিন্ন প্রকারের

মন্তব্য

বিকরণযুক্ত বিভিন্ন গণীয় ধাতুরূপের জায়গায় / -অ- / বিকরণযুক্ত ধাতুরূপ সর্বময় প্রভাব বিস্তার করল।

১৬। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে দেখা গেল 'লিট'-এর লোপ, 'লঙ্', 'লুঙ্'-এর সমাহার এবং ক্রমশ লোপ। অসমাপিকার বৈচিত্র্য হ্রাস। নিষ্ঠা [-ত, -তবৎ] প্রত্যয়ান্ত শব্দের অতীতকালের অর্থে সমাপিকা ক্রিয়ার স্থানে ব্যাপক ব্যবহার।

১৭। নিজন্ত পদের এক বিশেষ ব্যবহার দেখা গেল- নামধাতু ও নিজন্ত ধাতুর সঙ্গে বিশিষ্ট 'প্রয়োজক' [causative] প্রত্যয় / আপয়্ / যোগ করা হতে লাগল। যেমন ঃ- / হারাপিতানি, রোপাপিতানি /।

১৮। অতীত ক্রিয়াপদ অনেক সময় / কু / যুক্ত নিষ্ঠাপদের দ্বারাই সাধিত হয়। তাই ক্রিয়াযুক্ত [verbal] বাক্য গঠনের জায়গায় নামাশ্রিত [nominal] বাক্য গঠন এই স্তরে প্রাধান্য লাভ করল।

১৯। উপসর্গগুলি এবং তাছাড়াও কতকগুলি প্রচলিত শব্দ অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করেছে। তেমনি ক্রিয়াপদেও সহায়ক অপ্রধান ক্রিয়া [auxiliary] সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন ক্রিয়াপদার্থ বোঝাতে আরম্ভ করেছে।

২০। পদক্রম অধিকতর নিয়মিত।

২১। বহু নূতন শব্দ পুরাতন শব্দের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

২২। বিভক্তি লোপের ফলে বাক্যে পদসংস্থানের গুরুত্ব বৃদ্ধি। কর্তা-কর্ম ব্যতিরিক্ত কারকে বিভক্তির অর্থে বিশিষ্ট শব্দের এবং / অথবা প্রত্যয়ের ব্যবহার।

২৩। ছন্দপদ্ধতি মূলত মাত্রামূলক এবং গোড়ার দিকে ছন্দ প্রায়ই বিষমমাত্রিক, শেষের দিকে বিষমমাত্রিক ও সমমাত্রিক। সর্বশেষে দেখা দিয়েছিল অন্ত্যানুপ্রাণ বা মিল।

<u>প্রশ্নোত্তর ঃ-</u>

১। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আনুমানিক সময়কাল কত?

উত্তর ঃ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আনুমানিক সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে

খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত। মন্তব্য

২। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন কী কী?

উত্তর ঃ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন হল- অশোক ও অন্যান্য প্রত্নলিপির ভাষা, পালি, বিভিন্ন প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ-অপভ্রষ্ট।

৬.২। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তরবিভাগ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য উত্তীর্ণ হয়ে ভাষা এসেছিল মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে, মধ্যাঞ্চলে ও প্রাচ্যাঞ্চলে এই যুগোত্তরণ এক সময়ে ঘটে নি। আনুমানিক ৫০০ বা ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বুদ্ধদেবের জন্মকালের কাছাকাছি এই যুগ পরিবর্তন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে অনুমান করা যায়। গ্রীয়ার্সন (Grierson)-এর অনুসরণে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মধ্যভারতীয় আর্যভাষার চারটি স্তরবিভাগ করেছেন।

ক) খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত প্রথম স্তর- এই সময়ের নিদর্শন স্বরূপ পাওয়া যায় অশোকের অনুশাসন, খারবেল লিপি, শুতনুক লিপি, বগুড়ার প্রস্তরানুশাসন, গোরক্ষপুরের তাম্রশাসন প্রভৃতি বহু খোদিত অনুশাসন এবং পালি ভাষার সাহিত্য। পিশেল (Pischel) এই সময়কার ভাষাকে Monumental বা অনুশাসন-প্রাকৃত বলতে চেয়েছেন।

খ) খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত একটি পর্বান্তরীয় স্তর (Transitional Stage) - এই সময়ের তেমন কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। কিন্তু এর আগের স্তর ও এর পরের স্তরের মধ্যে ভাষা বিবর্তনের যোগসূত্র এই স্তরে দেখা গেছে।

গ) দ্বিতীয় খ্রিস্টশতাব্দ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্তর - এই সময়ের নিদর্শনরূপে পাওয়া যায় সংস্কৃত নাটকের বিভিন্ন প্রাকৃত অথবা প্রাকৃত নাটক ও কবিতা। এই স্তরের ভাষাকে সাহিত্যিক প্রাকৃত নাম দেওয়া হয়।

ঘ) ষষ্ঠ খ্রিস্টশতাব্দ থেকে দশম খ্রিস্টশতাব্দ পর্যন্ত তৃতীয় স্তর। এই সময়ের নিদর্শন হল অপভ্রংশ। এর পরেই নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বিকাশ।

মন্তব্য

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। কাকে অনুসরণ করে সুনীতিকুমার মধ্যভারতীয় আর্যভাষার চারটি স্তরবিভাগ করেছিলেন?

উত্তর ঃ গ্রীয়ার্সনকে অনুসরণ করে সুনীতিকুমার মধ্যভারতীয় আর্যভাষার চারটি স্তরবিভাগ করেছিলেন।

২। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তরের নিদর্শন কী?

উত্তর ঃ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তরের নিদর্শন হল অপভ্রংশ।

৬.৩। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন

১। অশোকের বিভিন্ন অনুশাসনই (খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতাব্দী) মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন।

ক) উত্তর-পশ্চিমা- শাহ্বাজ্গঢ়ী ও মান্সেহরার প্রধান শিলালিপির ভাষা-

শাহ্বাজ্গঢ়ী- সো (সঃ), ইদনি (ইদানীং), যদ (যদা), অয় (অয়ং), ধ্রমদিপি (ধর্মলিপি), লিখিত (লিখিতঃ), তদ (তদা), ত্রয়ো (ত্রয়ঃ), বো (এব), প্রণ (প্রাণাঃ), হংঞংতি (হন্যন্তে), মজুর (ময়ূরৌ), দুবি (দ্বৌ), ম্রুগোঃ (মৃগঃ)।

মান্সেহ্রা - সে ইদনি অয়ি ধ্রমদিপি লিখিত তদ তিনি য়েব প্রণতি অরভিয়ংতি (আরভ্যন্তে) দুবে মজুর একো মগো।

খ) পশ্চিমা- গীর্ণার শিলালিপির ভাষা এবং সোপারার লিপির ভাষা-

গীর্ণার - সে অজ যদা অয়ম্ ধংমলিপী লিখিতা তী এব প্রাণা আরভরে সূপাথায় (সূর্পাথায়) দ্বো মোরা একো মগো।

গ) প্রাচ্যমধ্যা - কাল্শী এবং টোপরার লিপির ভাষা-

কাল্শী - সে ইদনি যদা ইয়ং ধংমলিপি লেখিতা তদা তিংনি য়েব পার্ণানি আলভিয়ংতি দুবে মজুলা একে মিগে।

ঘ) প্রাচ্য - ধৌলী এবং জৌগড়ের শিলালিপির ভাষা - মন্তব্য

জৌগড় - সে অজ অদা ইয়ং ধংমলিপী লিখিতা তিংনি য়েব পাণানি আলভিয়ংতি দুবে মজুলা এক মিগে। (এখন যখন এই ধর্মলিপি লেখা হচ্ছে, তখন তিনটি প্রাণ হত্যা করা হয়, দুটি ময়ূর এবং একটি মৃগ)।

২। খারবেল লিপি - যদিও উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের কাছে খণ্ডগিরিতে পাওয়া যায় তবু এর ভাষা তৎসাময়িক অশোকীয় প্রাচ্যভাষার মত নয় বরং গীর্ণার লিপির ভাষার সমতুল বলা চলে। দুতিয়ে চ বসে অচিতয়িতা সাতকংনিং পদ্বিম দিসং হয়গজন ররধবহুলং দংডং পঠাপয়তি। (এবং দ্বিতীয় বৎসরে সাতকর্ণিরাজাকে গ্রাহ্য না করে পশ্চিম দিকে তিনি বহু ঘোড়া হাতি লোক রথ সমেত যুদ্ধযাত্রা করতে পাঠান।)

৩। শুতনুক লিপি - রামগড় পাহাড়ে যোগীমারা গুহায় এই লিপি পাওয়া যায়। এর ভাষা অশোকীয় প্রাচ্য ভাষার থেকে কিছু আলাদা পরবর্তী মাগধী প্রাকৃতের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনটিই এর ভাষার বর্তমান- ১) র > ল, ২) পদান্তের অঃ > এ, ৩) শ, ষ, স > শ। অশোকের প্রাচ্য ভাষায় শেষেরটি অনুপস্থিত।

৪। পালিভাষা -

একং সময়ং ভগবা রাজগৃহে বিহরতি জীবক্স কোমারভচ্চস্ম অম্ববনে মহতা ভিক্খুসংসেন সদ্ধিং অড্ঢতেলসেহি ভিক্খুসতেহি। (একসময়ে ভগবান রাজগৃহে ভৃত্য জীবকের আম্রবান সার্ধিদ্বাদশ শত ভিক্ষুর সঙ্গে বিরাট ভিক্ষুসঙ্ঘের সঙ্গে বিহার করছিলেন।)

৫। বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রাকৃত -

শৌরসেনী - কিং উণ নট্ট - পঅট্টো বিঅ দীসদি অম্হাণম্ কুসীলবানং পরিজণো।

মাগধী - শুনাধ লে বন্দিনো শুনাধ। হগে তুলুশ্কলাএণ

শাঅম্ভলীশলস্শ শিবিলং পেশ্কিদুং পেশিদে।

মহারাষ্ট্রী - ‘‘তুজ্ঝ ণ আনে হিঅঅং মম উণ শঅণেঅ দিবা অ রক্তিংচ।

মন্তব্য নিক্কিব দাবই বলিঅং তুহ হত্তমণেঅরহাঈং অঙ্গইং।।'

(কালিদাসের অভিজ্ঞান - শকুন্তলম্)

অর্ধমাগধী - ''অহ দুচ্চরলাঢং আচারি বজ্জভূমিং চ সুব্ভভূমিং চ

পন্তং সেজ্জং সেবিংসু আমনগাইং চেব পন্তাইং।"

৬। অপভ্রংস (তৃতীয় মধ্যভারতীয় আর্যভাষা)

ক) প্রাচীন অপভ্রংশ-

''দইআ- রহিও অহিঅং দহিও বিরহাণুগও পরিমমন্থরও

গিরিকাণাণএ কুসুমজ্জলএ গজজূহবঈ বহূঝিণ-গঈ।"

খ) অর্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্ঠ-

''ঘরেই অচ্ছই বাহিরে পেচ্ছই পই দেক্খই পভিবেসি পুচ্ছই

সরহ ভণই বঢ জানউ অপ্পা নউ সো ধেঅ ন ধারণ জপ্পা।"

৭। অশ্বঘোষের 'সারিপুত্র ও প্রকরণ' নামে একটি নাটক মধ্য এশিয়া থেকে উদ্ধার করে প্রকাশ করেছিলেন ল্যুডার্স। তিনপ্রকার প্রাকৃতের ব্যবহার এই নাটকে পাওয়া গেছে। যে 'দুষ্ট' ভাষা ব্যবহার করেছে তাকে প্রাচীন মাগধী, 'গণিকা' এবং 'বিদূষক' যে ভাষা ব্যবহার করেছে তাকে প্রাচীন শৌরসেনী এবং 'গোভম্' যেভাষা ব্যবহার করেছে তাকে প্রাচীন অর্ধমাগধী বলেছেন লুডোর্স।

৮। খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা উত্তর-পশ্চিমা প্রাচীন প্রাকৃতে ধম্মপদের অনুবাদ-

জলবুহু নদিমঞ্চেঅ নঞেষ ও যিঅ

অঞেষ স্বিহও তিখু জমধি নধিকছদি।

(লাভযুক্ত হওয়াকে বেশি মনে করতে নেই- অন্যের জিনিসের প্রতি স্পৃহা করেও থাকতে নেই। যে-ভিক্ষু অন্যের জিনিস স্পৃহা করে, সে সমাধি লাভ করে না।)

৯। নিয়া প্রাকৃত উত্তর-পশ্চিমো অঞ্চলের প্রাকৃত (খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতাব্দী) অবি

পেত-অবনংমি পল্যি পরুবর্যিশেষ যং চ ইসবর্যি পল্যি তহ জর্বস্পোর তোংমিহি জধ মন্তব্য
ইশ বিজজিদবো।

(তারপর পেত নামক বাজারে গত বছরের অবশিষ্ট এবং এই বছরের খাজনা সর্বত্বরায় তোংমির সহিত এখানে পাঠিয়ে দেবে।)

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। উত্তর-পশ্চিমার ভাষা কী?

উত্তর ঃ শাহ্বাজগঢ়ী ও মান্সেহ্রার শিলালিপির ভাষা।

২। সাহিত্যিক প্রাকৃতের ভাষাগুলি কী কী?

উত্তর ঃ সাহিত্যিক প্রাকৃতের ভাষাগুলি হল - শৌরসেনী, মাগধী, মহারাষ্ট্রী এবং অর্ধমাগধী।

৬.৪। নির্বাচিত প্রশ্ন

১। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

২। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তরবিভাজন করো।

৬.৫। সহায়ক গ্রন্থ

১। Origin and Development of Bengali Language -সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন।

৩। বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা - দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

৪। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - রামেশ্বর শ।

একক-৭ পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রত্ন-নব্য ভারতীয়-আর্যের উপভাষা

বিন্যাস ক্রম

৭.১। পালি

৭.২। প্রাকৃত

৭.৩। অপভ্রংশ বা অপভ্রষ্ট

৭.৪। প্রত্ন-নব্য ভারতীয় আর্য

৭.৫। প্রত্ন-নব্য ভারতীয় আর্যের উপভাষা

৭.৬ নির্বাচিত প্রশ্ন

৭.৭। সহায়ক গ্রন্থ

৭.১। পালি

দক্ষিণ পশ্চিমা ও প্রাচ্যমধ্যার মিশ্রণে- প্রথমে কেন্দ্রীয় উজ্জয়িনী অঞ্চলে - উদ্ভূত দেশিবিদেশি সর্বসাধারণের ব্যবহার্য যে মধ্য ভারতীয় সাধুভাষা - যাকে সেকালের lingua franca বলা যায় - তা থেকে খারবেল অনুশাসনের ভাষার সঙ্গে পালির গভীর ঐক্য এই অনুমানের প্রবল সমর্থক, পালি হল পুরোপুরি ধর্মসাহিত্যের ভাষা। প্রাচ্যমধ্যার মধ্যে বিশেষ মিল দেখা যায় র-কারের ল-কারে পরিণতিতে এবং বিসর্গযুক্ত অ-কারান্ত পদের এ-কারান্ত হওয়ায়। অশোকের অনুশাসনের দক্ষিণপশ্চিমার মতো পালিতেও অ-সমীভূত যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি কিছু আছে এবং আত্মনেপদও কিছু কিছু রয়ে গেছে। এই পদগুলির কোনো কোনোটি আবার প্রাচীন ভারতীয় আর্যে নেই। অর্থাৎ এগুলির মূলে সংস্কৃতির পূর্ববর্তী স্তরের চিহ্নাবশেষ রয়েছে। যেমন ঃ- দিস্‌সরে < দৃশ্যরে (= দৃশ্যান্তে)।

পালি ভাষার নিদর্শন ঃ-

ন অব সুপিতুং হোতি রত্তি নক্‌খত্তমালিনী।

পটিজ গ্‌গিতুমেবেসো রত্তি হোতি বিজানতা।।

''নক্ষত্রমালিনী রাত্রি কিছুতেই ঘুমাইয়া কাটিবার নহে।

যিনি জ্ঞানবান্ এই রাত্রি তাঁহার জাগিয়া থাকিবার।''

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। পালিভাষাকে সেকালের কী বলা যায়?

উত্তর ঃ পালিভাষাকে সেকালের lingua franca বলা যায়।

৭.২। প্রাকৃত

প্রাকৃত ভাষাকে দুটি দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। একটি হল নিয়া প্রাকৃত এবং অপরটি হল সাহিত্যের প্রাকৃত।

নিয়া প্রাকৃত ঃ- চীনীয় তুর্কিস্তানের অন্তর্গত প্রাচীন শানশান্ রাজ্যের সীমান্তে নিয়া নামক স্থানের বালুকাস্তুপ থেকে প্রাপ্ত প্রধানত খরোষ্ঠীতে এবং কিছু কিছু ব্রাহ্মীতে লেখা প্রত্নলেখগুলির ভাষা এখন নিয়া প্রাকৃত নামে পরিচিত। এগুলি শাসনকার্য বিচার ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত পত্রাবলী ও রিপোর্ট।

নিয়া প্রাকৃতে স্বরমধ্যগত ব্যঞ্জনধ্বনির উষ্মীভবন ব্যাপকভাবে হয়েছে। যেমন ঃ- অবগ.জ. **<** অবকাশ-, দঝ **<** দাস-, গোয়রি **<** গোচরে। 'ত'- প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত পদে উত্তম ও মধ্যম পুরুষে 'অস্' ধাতুর বর্তমানের পদ অনুপ্রয়োগ করে এবং প্রথম পুরুষের বহুবচনে 'অন্তি' বিভক্তি দিয়ে অতীত কাল সৃষ্টি হয়েছে। যেমন ঃ- শ্রুতোমি **<** শ্রুতোহস্মি **=** আমি শুনলাম, শুনেছি। দিতেসি **<** দত্তোহসি **=** তুমি দিলে, দিয়াছ। গতংতি **<** গত **+** অন্তি **=** তারা গেল, গেছে। প্রথম পুরুষের একবচনে কিছুই যোগ হত না। যেমন ঃ- গদ্ **=** সে গেল, গেছে।

সাহিত্যের প্রাকৃত ঃ- ব্যাপক অর্থে 'প্রাকৃত' দ্বিতীয় মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি বোঝাতে অনেক সময়ই ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু আসলে নামটি কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের নাটকের মধ্যে এবং সংস্কৃত অনুগত সাহিত্যের অথবা জৈনধর্মের কাজে অনুশীলিত মধ্য উপস্তরের দ্বিতীয় ভারতীয় আর্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। সংস্কৃত নাটকে

মন্তব্য

নারী ও নিম্নস্তরের পুরুষ ভূমিকার ভাষা, গাথাসপ্তশতী - সেতুবন্ধ - গৌড়বধ প্রভৃতি পদ্যগ্রন্থের ভাষা এবং জৈন শাস্ত্র ও সাহিত্যের ভাষা - এইগুলিকে সেকালের বৈয়াকরণেরা প্রাকৃত নাম দিয়ে বিচার করেছিলেন। মোটামুটি খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নাটক-রচয়িতারা অপরিবর্তিতভাবে এই ভাষা ব্যবহার করেছেন।

মহারাষ্ট্রীয়, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, মাগধী, পৈশাচীর মূলে একসময় ছিল যথাক্রমে দক্ষিণপশ্চিমা, মধ্যপ্রাচ্যা ও উত্তরপশ্চিমা। কিন্তু সমসাময়িক কথ্যভাষার সঙ্গে এগুলির বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না। এগুলি সংস্কৃতের মতোই পুরোপুরি সভা-সাহিত্যের ভাষা। জৈন কবিদের হাতে অপভ্রংশ সম্পূর্ণরূপে

সাহিত্যিক প্রাকৃতে পরিণত হলেও, সাধারণ সাহিত্যে তা সজীব ভাষা ছিল। সাধারণ সাহিত্যে ব্যবহৃত অপভ্রংশেও মুখের ভাষা অল্পবিস্তর প্রতিধ্বনিত ছিল। তাই সাহিত্যের ভাষা হলেও অপভ্রংশ খানিকটা সংস্কৃতের প্রভাববর্জিত।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। প্রাকৃত ভাষা কোন্ সময় বিস্তৃত ছিল?

উত্তর ঃ মোটামুটি খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাকৃত ভাষা বিস্তৃত ছিল।

২। পৈশাচী ভাষার মূলে একসময় কোন্ ভাষা ছিল?

উত্তর ঃ পৈশাচী ভাষার মূলে একমসয় উত্তরপশ্চিমা ভাষা ছিল।

৭.৩। অপভ্রংশ বা অপভ্রষ্ট

অপভ্রষ্টের লক্ষণগুলি নিম্নে নির্দেশিত হল ঃ-

১। কর্তা ও কর্ম সাধারণত এবং অনেক সময় করণ-অধিকরণও লুপ্ত-বিভক্তি অতএব সমরূপ হওয়ার দরুণ বাক্যে অন্বয়ের মূল্য অত্যন্ত অধিক। কর্তা ও কর্ম বোঝা যায় পদ দুটির বাক্যে অবস্থান থেকে এবং ক্রিয়াপদের অর্থ থেকে। কর্ম ক্রিয়াপদের যথাসম্ভব অব্যবহিত পূর্বে বসে, কর্তা কর্মের আগে।

২। শব্দরূপে বচনের ভিন্নতা নেই, সবই একবচনের মতো। ক্রিয়াপদে একবচন বহুবচনের ভিন্নতা লুপ্তপ্রায়। তবে উত্তম ও মধ্যম পুরুষের রূপে বচন-পার্থক্য অনেকটাই বিদ্যমান।

বিশেষভাবে বহুত্ব জানাতে হলে বিশিষ্ট শব সমাসরূপে যুক্ত হতে শুরু হয়েছে।

৩। শব্দরূপে লিঙ্গভেদ নেই। ক্লীবলিঙ্গের চিহ্নাবশেষ আছে মাত্র দুইটি। মুখ্যকারকে একবচনে [-উ] ও বহুবচনে (-ই) বিভক্তি।

৪। অপভ্রষ্টে কারক বলতে মাত্র তিনটি- ক) মুখ্য কারক অর্থাৎ কর্তা ও কর্ম; খ) গৌণ কারক সহায়ক ও সংস্থানক - যার মধ্যে পড়ে অনুক্ত কর্তা; করণ ও সহযোগ, অধিকরণ বা আধার এবং অপাদান বা বিয়োগ, এবং গ) সম্বন্ধ মত্বর্থক পদ - যার মধ্যে পড়ে ক্রিয়ার আভিমুখ্য (সম্প্রদান) ও প্রাতিমুখ্য (অপাদান)।

৫। বাক্যে একাধিক সমানাধিকরণ পদ থাকলে শুধু শেষ পদেই বিভক্তি-প্রয়োগ রীতির সূত্রপাত দেখা যায়।

৬। সর্বনামে বহুবচনের পদ খুবই কম এবং সেগুলির ব্যবহারের উদাহরণ প্রায় লুপ্ত বললেই হয়। উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্বনামে প্রাচীন পদগুলির চলে এসেছে এবং তাকে লিঙ্গ-সমতার প্রচেষ্টা মত্বর্থীয় বিশেষণ ছাড়া অন্যত্র নেই।

৭। অপভ্রষ্ট ক্রিয়াপদ দ্বিবিধ- ধাতুগঠিত এবং শব্দগঠিত। ধাতুগঠিত ক্রিয়াপদের রূপ হয়। শব্দগঠিত ক্রিয়াপদের রূপ হয় না, তার সর্বত্র একরূপ।

৮। শব্দগঠিত রূপহীন ক্রিয়াপদ দুই শ্রেণীর, নিষ্ঠাপ্রত্যয় জাত ও শতৃপ্রত্যয়জাত। প্রথম শ্রেণীর পদের ব্যবহার নিত্যবর্তমানে ও অতীত কালে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবহার বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত তিন কালেই।

৯। নিষ্ঠাপ্রত্যয়জাত অতীত থেকে সংযোজক অসমাপিকা উদ্ভূত হল।

১০। 'মা' শব্দের যোগে (-ই, -উ)- অন্ত পদ নিষেধার্থক অনুজ্ঞা অর্থে খুব ব্যবহৃত হয়েছে।

১১। কৃকধাতুর যোগে যুক্ত ক্রিয়ার ব্যবহার বাড়ছে।

মন্তব্য

১২। যৌগিক কর্ম-ভাববাচ্য ইডিয়মের সূত্রপাত হয়েছে। যেমন ঃ- 'চীরু ণ বুণণহঁ জাই বড় বিণু উট্‌ঠিয়ই কপাসু' = ওরে মুখ, কার্পাস উৎপাদন না করলে সরু কাপড় বোনা যায় না।

১৩। সমাসের ব্যবহার নিতান্ত কম। যা আছে তা হয় পূর্বাগত; নয় সংস্কৃতের অনুসরণে নবনির্মিত। বিভক্তিলোপ হওয়ায় সমাস হয়েছে কিনা তা প্রায় নির্ণয় করা যায় না।

১৪। ছন্দোরীতি মাত্রামূলক। চরণ প্রায়ই সমমাত্রিক। অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যতিক্রম খুব কম।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। অপভ্রষ্টে কয়টি কারক ও কী কী?

উত্তর ঃ অপভ্রষ্টে তিনটি কারক - ক) মুখ্য কারক, খ) গৌণ কারক এবং গ) সম্বন্ধ ও মত্বর্থক পদ।

২। অপভ্রষ্টের ছন্দ কেমন?

উত্তর ঃ অপভ্রষ্টের ছন্দ মাত্রামূলক।

৭.৪। প্রত্ন-নব্য ভারতীয় আর্য

অপভ্রষ্টের সঙ্গে প্রত্ন-নব্য আর্যের ব্যবধান সামান্যই।

অপভ্রষ্টে যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনির সরলতার উদাহরণ অত্যন্ত কম, কিন্তু প্রত্ন-নব্য আর্যে তা প্রায় সর্বব্যাপী।

অনুনাসিকযুক্ত ব্যঞ্জনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরের দীর্ঘতা ও ম-কারের ব-কার প্রাপ্তি।

অপভ্রষ্টে একটিমাত্র অনুসর্গ দেখা যায় - 'লই', কিন্তু প্রত্য-নব্য ভারতীয় আর্য বহু অনুসর্গের অস্তিত্ব এবং তার কিছু কিছু বিভক্তির সহায়ক রূপে এবং পরে বিভক্তির পরিবর্তে ব্যবহার।

যুক্ত ক্রিয়ার ও যৌগিক ক্রিয়াপদের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার। মন্তব্য

৭.৫। প্রত্ন-নব্য ভারতীয় আর্যের উপভাষা

প্রত্ন-নব্য ভারতীয় আর্যের লিপিটি মাঝে মাঝে খণ্ডিত সুতরাং উপভাষাগুলির পরিচয় সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। ছয়-সাতটি প্রত্ন-নব্য আর্যভাষা হল ঃ-

ক) ''গোল্ল'' অর্থাৎ গোদাবরী-পরিসরের, দক্ষিণাত্যের ভাষা।

খ) ''কনোড়'' অর্থাৎ কর্ণাট-মহারাষ্ট্র অঞ্চলের, দক্ষিণ-পশ্চিম অপরান্তের ভাষা।

গ) ''তেল্ল'' অর্থাৎ কচ্ছ-গুজরাট অঞ্চলের, উত্তর-পশ্চিম অপরান্তের ভাষা।

ঘ) ''টক্ক'' অর্থাৎ পঞ্চনদ অঞ্চলের, বাহীকের ভাষা।

ঙ) ''গৌড়'' অর্থাৎ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ অঞ্চলের, পূর্বপ্রাচ্যের ভাষা।

চ) মধ্যদেশের পশ্চিম অংশের ভাষা, বা ''মালব''।

ছ) মধ্যদেশের পূর্ব অংশের ভাষা, বা ''কোশল''।

প্রশ্নোত্তর ঃ-

১। 'গোল্ল' কোথাকার ভাষা?

উত্তর ঃ 'গোল্ল' দাক্ষিণাতের ভাষা।

২। মধ্যদেশের পশ্চিম অংশের ভাষা কী?

উত্তর ঃ মধ্যদেশের পশ্চিম অংশের ভাষা 'মালব'।

৩। মধ্যদেশের পূর্ব অংশের ভাষা কী?

উত্তর ঃ মধ্যদেশের পূর্ব অংশের ভাষা কোশল।

৭.৬ নির্বাচিত প্রশ্ন

১। পালি ভাষার পরিচয় দাও।

২। প্রাকৃত ভাষার পরিচয় দাও।

মন্তব্য

৭.৭। সহায়ক গ্রন্থ

১। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন।

২। বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা - দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

৩। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা - রামেশ্বর শ।